# আল কুরআনের অনুবাদ (তরজমা) ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রচলিত ও প্রকৃত নীতিমালা

**গবেষণা সিরিজ-২৬**


**প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান**

**F.R.C.S (Glasgow)**

চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারী বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোনঃ ০২-৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯-৪৭৪৬১৭, ০১৯৭৯-৪৬৪৭১৭
E-mail: qrfbd2012@gmail.com
www.qrfbd.org
For online order: www. shop.qrfbd.org

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০৯
তৃতীয় প্রকাশ : নভেম্বর ২০১৯

কম্পিউটার কম্পোজ
**QRF**

**সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য: ৫০**

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মিডিয়া প্লাস
কাটাবন, ঢাকা।

| ক্রম. | সূচীপত্র | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১ | আলোচ্য বিষয়ের সার সংক্ষেপ | ৫ |
| ২ | চিকিৎসক হয়েও কেনো এ বিষয়ে কলম ধরলাম | ৭ |
| ৩ | পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ | ১১ |
| ৪ | আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) | ২৪ |
| ৫ | মূল বিষয় | ২৫ |
| ৬ | আল কুরআনের সঠিক অনুবাদ (তরজমা) করার মূলনীতি ও সহায়ক বিষয় | ২৫ |
| ৭ | আল কুরআনের সঠিক অনুবাদ করার মূলনীতিগুলোর পর্যালোচনা | ২৬ |
| ৮ | আল কুরআনের সঠিক অনুবাদ করার সহায়ক বিষয়গুলোর পর্যালোচনা | ৪৫ |
| ৯ | আল কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার মূলনীতি ও সহায়ক বিষয়সমূহ | ৪৯ |
| ১০ | আল কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রচলিত মূলনীতিসমূহ ও তার পর্যালোচনা | ৫০ |
| ১১ | আল কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত মূলনীতি ও সহায়ক বিষয়সমূহ | ৫১ |
| ১২ | আল কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার মূলনীতিসমূহের পর্যালোচনা | ৫২ |
| | ১. ‘কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য নেই’- বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ | ৫২ |
| | ২. ‘একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো’- বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ | ৫২ |
| | ৩. ‘কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন’- বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ | ৫৪ |
| | ৪. ‘কুরআন বিরোধী বক্তব্য/তথ্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা’- বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ | ৫৫ |
| | ৫. ‘ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে সত্য উদাহরণকে আল্লাহর নিকট থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেয়া’- বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ | ৫৮ |

| ক্রম. | সূচীপত্র | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| | ৬. ‘একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় Common sense-এর রায় বা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা’- বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ | ৬২ |
| | ৭. ‘কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসূখ) হওয়া কোনো আয়াত নেই তথা কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে কথাটি মনে রাখা’- কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ | ৬৫ |
| | ৮. ‘আরবী ভাষা ও গ্রামারের জ্ঞান’- বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ | ৭৫ |
| | ৯. ‘যে ভাষায় অনুবাদ লেখা হবে সে ভাষা সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকা’- বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ | ৭৭ |
| | ১০. ‘ইসলামকে সমাজে প্রতিষ্ঠার কাজে জড়িত থাকা’- বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ | ৭৭ |
| | ১১. ‘কুরআনে উল্লেখ থাকা মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি সম্পাদনা পরিষদ থাকা’- বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ | ৭৭ |
| | ১২. ‘কয়েক বছর পরপর সংস্করণ বের হওয়া’- বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ | ৭৮ |
| ১৩ | আল কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার সহায়ক বিষয়সমূহ ও তার পর্যালোচনা | ৭৮ |
| ১৪ | শেষ কথা | ৮০ |

# আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ

আল কুরআন বর্তমান পৃথিবীতে উপস্থিত থাকা একমাত্র নির্ভুল ঐশী গ্রন্থ। এটি পৃথিবীর সকল মানুষের জীবন পরিচালনার তথ্য ও বিধি-বিধান ধারণকারী গ্রন্থ। আল কুরআনের ভাষা আরবী। তাই, আরবদের জন্য কুরআনের অনুবাদ লেখার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের (মুসলিম ও অমুসলিম) মাতৃভাষা আরবী নয়। তাই অনারব মানুষদের কুরআনের জ্ঞান অর্জনকে সহজতর করার নিমিত্তে অন্য ভাষায় কুরআনের অনুবাদ (Translation) লেখা বা বলা বিশেষভাবে প্রয়োজন। অনুবাদে যদি ভুল থাকে তবে তা পড়ে মানুষ ভুল জ্ঞান অর্জন করবে। তাই, অনুবাদককে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে নির্ভুল অনুবাদ লেখার জন্য। আর এটি করতে হলে কুরআনের অনুবাদের সঠিক নীতিমালা জানতে হবে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আল কুরআনের অনুবাদের প্রকৃত নীতিমালা বর্তমান মুসলিম জাতির নিকট উপস্থিত নেই। তাই, প্রচলিত প্রায় সকল অনুবাদে মৌলিক ত্রুটি উপস্থিত আছে।

অন্যদিকে আল কুরআনের অনুবাদ জানলে কুরআনের সব জানা হয়ে গেলো বিষয়টি মোটেই এরূপ নয়। কুরআন সঠিকভাবে জানতে হলে কিছু কিছু শব্দ বা বাক্যের ব্যাখ্যা জানা খুবই প্রয়োজন। এটা আরব ও অনারব উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। উদাহরণ হিসেবে 'আকিমুস্ সালাত' কথাটি ধরা যায়। 'আকিমুস্ সালাত'-এর অনুবাদ হলো 'সালাত প্রতিষ্ঠা করো'। কিন্তু 'আকিমুস্ সালাত' কথার শুধু এ অনুবাদটি জানলে আল্লাহ তা'য়ালার দেয়া এ মহাগুরুত্বপূর্ণ আদেশটির তেমন কিছুই জানা হলো না। এ আদেশটিতে আল্লাহ তা'য়ালা কি বলেছেন তা জানতে হলে সালাত প্রতিষ্ঠা করা কথাটির ব্যাখ্যা জানতে হবে। আর 'আকিমুস্ সালাত' কথাটির সঠিক ব্যাখ্যা করতে হলে কুরআন ব্যাখ্যার (তাফসীর) নীতিমালা জানতে হবে। অনুবাদ করার ন্যায় কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা করতে হলেও কুরআন ব্যাখ্যার সঠিক নীতিমালা অবশ্যই জানতে হবে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আল কুরআনের ব্যাখ্যারও প্রকৃত নীতিমালা বর্তমান মুসলিম জাতির নিকট উপস্থিত নেই। তাই, কুরআনের প্রচলিত প্রায় সকল ব্যাখ্যা (তাফসীর) গ্রন্থে মৌলিক ত্রুটি উপস্থিত আছে।

আর তাই, কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যার প্রকৃত নীতিমালা মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়। আলোচ্য বইটিতে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মহাকল্যাণের জন্য আমরা এ বিষয়টি উপস্থাপন করার চেষ্টা করবে, ইনশাআল্লাহ।

# চিকিৎসক হয়েও কেনো এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেনো এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেনো কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিলো। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড় বড় বই পড়ে বড় চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবখানি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মূল (১ম স্তরের মৌলিক) অধিকাংশ ২য় স্তরের মৌলিক (১ম স্তরের মৌলিকের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক) এবং ২/১ অমৌলিক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্যে যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান

মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো-

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً ۙ أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, তা যারা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরেনা, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেননা (তাদের ছোটখাট গুনাহও মাফ করবেননা), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা: কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থ কিছু পাওয়া। ছোট ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড় ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড় কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন- তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোট ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করেনা বা মানুষকে জানায়না, তারা যেনো তাদের পেট আগুন দিয়ে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবেনা। অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবেনা। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেননা। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতখানি আমার মনে পড়লো-

كِتٰبٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

অনুবাদ: এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেনো কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মু'মিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা: কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের অন্তরে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা (না বলা) অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দূরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু'টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রাসূল (স.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন- মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবেনা (বলা বন্ধ করবেনা) বা ঘুরিয়ে বলবেনা।

কুরআনের অন্য জায়গায় (আল-গাশিয়াহ/৮৮:২২, আন-নিসা/ ৪:৮০) আল্লাহ রাসূল (স.)কে বলেছেন- পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবেনা। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবেনা, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখনিতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলোনা। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস,

বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (সিহাহ সিত্তার প্রায় সব হাদীসসহ আরো অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বইটি লেখা আরম্ভ করি ১০. ০১. ২০১৩ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআনিআ (কুরআন নিয়ে আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এবং কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি তিনি যেনো এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রাসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেনো আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন-এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান
১০. ০১. ২০১৩ খ্রি.

## পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ এবং Common sense। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি আল্লাহ প্রদত্ত মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক।

ক. আল কুরআন

কোনো কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো সেটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দিয়েছেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বিষয় ও কিছু আনুসঙ্গিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়), অধিকাংশ দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়) এবং কিছু অমৌলিক বিষয়।

এটা আল্লাহ এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মূল বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিলো যে, রাসূল মুহাম্মদ (স.) এর পর আর কোনো নবী-রাসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল কুরআনের তথ্যগুলো যাতে রাসূল (স.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোনো কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূল (স.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো, সবক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন-'কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা।'

(গোলাম আহমাদ বাররী, তারীখে তাফসীর, পৃষ্ঠা- ১৩৮)

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নিসার ৮২নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন- কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই। বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সূন্নাহ (হাদীস)

সূন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রাসূল মুহাম্মাদ (স.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রাসূল (স.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা, কাজ বা সমর্থন করতেন না। তাই সূন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দ্বারা যদি কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায় তবে সূন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয়না। তাই সূন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে। কখনও বিরোধী হবেনা। এ কথাটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন সূরা আল হাক্কাহ এর ৪৪-৪৭ নং আয়াতের মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ.

অনুবাদ: আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অত:পর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অত:পর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা থেকে আমাকে বিরত করতে পারতে।

(আল হাক্কাহ/৬৯: ৪৪-৪৭)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোনো কোনো সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। কিন্তু তা মূল বিষয়ের বিরোধী নয়। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাসূল (স.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা কুরআনের বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসকে যেন দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করে না দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

### গ. Common sense (আকল, বিবেক, বোধশক্তি)

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন'** নামক পুস্তিকাটিতে। পুস্তিকাটি পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের পড়া দরকার। তবে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত কিছু তথ্য যুক্তি, কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিম্নে তুলে ধরা হলো।

### যুক্তি

মানব শরীরের ভিতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস প্রবেশ করতে দেয়া এবং ক্ষতিকর জিনিস (রোগ জিবাণু) অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা **(দারোয়ান)** সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন জিনিসটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। যে জিনিসটি ক্ষতিকর নয় সেটিকে সে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তা ধবংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সর্বক্ষণ রুগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানটিকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানব জীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে সহজে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে।

মহান আল্লাহ মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের ভিতরে দারোয়ানের ন্যায় কাজ করার জন্য মহাকল্যাণকর এক ব্যবস্থা সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই, যুক্তির আলোকে সহজে বলা যায়- জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে বাধা দেয়ার লক্ষ্যে দারোয়ানের ন্যায় কাজ করার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেয়ার কথা। কারণ তা না হলে মানব জীবন শান্তিময় হবে না।

জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করতে দেয়া ও সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে না দেয়ার জন্য মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেয়া সেই মহাকল্যাণকর **দারোয়ান** হলো বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তাই, আল্লাহ তা'য়ালা, জন্মগতভাবে সকল মানুষকে জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। সে উৎসটিই হলো- বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান। যে সকল অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহন করা ব্যক্তি কোনভাবে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারেনি তাদের Common sense–এর জ্ঞানের আলোকে পরকালে বিচার করা হবে।

## কুরআন

তথ্য-১

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.

**অনুবাদ:** অতঃপর তিনি আদমকে 'সকল ইসম' শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের নিকট উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন- তোমরা আমাকে এ ইসমগুলো সম্পর্কে বলো যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।

(বাকারা/২ : ৩১)

**ব্যাখ্যা:** আয়াতখানি থেকে জানা যায়- আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) তথা মানব জাতিকে রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে 'সকল ইসম' শিখিয়েছিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের ক্লাসে গিয়ে সেগুলো সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তা'য়ালা রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে 'সকল ইসম' শেখানোর মাধ্যমে কী শিখিয়েছিলেন? যদি ধরা হয় সকল কিছুর নাম শিখিয়েছিলেন তাহলে প্রশ্ন আসে- শাহি দরবারে ক্লাস নিয়ে, মানব জাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া, রহিম, করিম ইত্যাদি নাম শেখানো আল্লাহর মর্যাদার সাথে মানায় কিনা এবং তাতে মানুষের লাভ কী?

প্রকৃত বিষয় হলো- আরবী ভাষায় 'ইসম' বলতে নাম (Noun) ও গুণ (Adjective) উভয়টিকে বোঝায়। তাই, মহান আল্লাহ শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে আদম তথা মানব জাতিকে নামবাচক ইসম নয়, সকল গুণবাচক ইসম শিখেয়েছিলেন। ঐ গুণবাচক ইসমগুলো হলো- সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা পাপ, মানুষের উপকার করা ভালো, চুরি করা অপরাধ, ঘুষ খাওয়া পাপ, মানুষকে কথা বা কাজে কষ্ট দেয়া অন্যায়, দান করা ভালো, ওজনে কম দেয়া অপরাধ ইত্যাদি। এগুলো হলো সে বিষয় যা মানুষ আকল দিয়ে বুঝতে পারে। আর আল্লাহ তা'য়ালা এর পূর্বে সকল মানুষের নিকট থেকে সরাসরিভাবে তাঁর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন।

তাই, আয়াতখানির শিক্ষা হলো- আল্লাহ তা'য়ালা রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে বেশ কিছু জ্ঞান শিখিয়ে দিয়েছেন তথা জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটি হলো- عَقْلٌ, বোধশক্তি, Common sense বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

**তথ্য-২**

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ .

**অনুবাদ:** (কুরআনের মাধ্যমে) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন বিষয় যা সে পূর্বে জানে/জানতো না।

(আলাক/৯৬ : ৫)

**ব্যাখ্যা:** আয়াতখানি হলো কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া ৫খানি আয়াতের শেষটি। আয়াতখানিতে বলা হয়েছে- কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে এমন জ্ঞান শেখানো হয়েছে যা মানুষ আগে জানে না/জানতো না। সুন্নাহ হলো আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যক্তি কর্তৃক করা কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই, আয়াতখানির আলোকে বলা যায়- আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক কুরআন ও সুন্নাহ ভিন্ন অন্য একটি জ্ঞানের উৎস মানুষকে পূর্বে তথা জন্মগতভাবে দেয়া আছে। কুরআন ও সুন্নায় এমন কিছু জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা মানুষকে ঐ উৎসটির মাধ্যমে দেয়া বা জানানো হয়নি। তবে কুরআন ও সুন্নায় ঐ উৎসের জ্ঞানগুলোও কোন না

কোনভাবে আছে।

জ্ঞানের ঐ উৎসটি কী তা এ আয়াত থেকে সরাসরি জানা যায় না। তবে ১নং তথ্য থেকে আমরা জেনেছি যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে আল্লাহ মানুষকে বেশকিছু জ্ঞান শিখিয়েছেন। তাই ধারণা করা যায় ঐ জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎসটিই জন্মগতভাবে মানুষকে দিয়ে দেয়া হয়েছে। ৩নং তথ্যের আয়াত ক'খানির এ কথাটি মহান আল্লাহ সরাসরিভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

**তথ্য-৩**

وَنَفْسٍ وَمَا سَوّٰهَا . فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا . قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا.

**অনুবাদ:** আর শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মন) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অত:পর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি)। যে তাকে (অন্যায়/ভুল ও ন্যায়/সঠিক পার্থক্য করার শক্তিকে) উৎকর্ষিত করল সে সফলকাম হলো। আর যে তাকে অবদমিত করল সে ব্যর্থ হলো।

(আশ্-শামস/৯১ : ৭-১০)

**ব্যাখ্যা:** ৮নং আয়াতখানির মাধ্যমে জানা যায়- মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে 'ইলহাম' তথা অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মনে সঠিক ও ভুল পার্থক্য করার একটি শক্তি দিয়েছেন। এ বক্তব্যকে ১নং তথ্যের আয়াতের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে বলা যায় যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান শিখিয়েছিলেন বা জ্ঞানের যে উৎসটি দিয়েছিলেন তা 'ইলহাম' নামক এক পদ্ধতির মাধ্যম মানুষের মনে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ জ্ঞানের শক্তিটিই হলো Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

৯ ও ১০ নং আয়াত থেকে জানা যায় যে, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense উৎকর্ষিত ও অবদমিত হতে পারে। তাই, Common sense প্রমাণিত জ্ঞান নয়। এটি অপ্রমাণিত তথা সাধারণ জ্ঞান।

**সম্মিলিত শিক্ষা:** উল্লিখিত আয়াতসহ আরো অনেক আয়াতের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে- আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের জন্মগতভাবে জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটিই হলো- Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

**তথ্য-৪**

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ

**অনুবাদ:** নিশ্চয় আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির, বোবা যারা Common sense কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(আনফাল/৮ : ২২)

**ব্যাখ্যা:** Common sense কে যথাযথভাব কাজে লাগানো ব্যক্তিকে নিকৃষ্টতম জীব বলার কারণ হলো- এ ধরণের ব্যক্তি কোটি কোটি মানুষ বা একটি জাতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। অন্যকোন জীব তা কখনোই পারে না।

**তথ্য-৫**

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ.

**অনুবাদ:** আর যারা Common sense কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন।

(ইউনুস/১০ : ১০০)

**ব্যাখ্যা:** আয়াতখানির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে আল্লাহর জানিয়ে দেয়া প্রোগ্রাম বা নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার না করে তবে তাদের ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

**তথ্য - ৬**

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

**অনুবাদ:** তারা আরো বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা আল্লাহর কিতাব ও নবীদের বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(মূলক/৬৭ : ১০)

**ব্যাখ্যা:** আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে- যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো অথবা ইসলাম জানার জন্য Common sense কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। আয়াতখানি থেকে তাই বোঝা যায়, Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা দোযখে যাওয়ার একটা কারণ হবে।

**সম্মিলিত শিক্ষা:** অব্যবহিত পূর্বের আয়াত তিনখানির আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়- Common sense আল্লাহর দেয়া অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞানের উৎস।

## হাদীস

### হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ 'مُسْنَدِهِ' حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟

**অনুবাদ:** *ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি 'আবদুল আ'লা থেকে শুনে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেন-* আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- আবূ 'আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, মুসনাদে আহমাদ, مُسْنَدُ الْمُكْثِرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ (অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের হাদীস) مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (আবূ হুরায়রা রা.-এর হাদীস), ৫ম খণ্ড, হাদীস নং ৭১৮১, পৃ. ৪২৪।

**ব্যাখ্যা:** হাদীসখানির 'প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে' কথাটির ব্যাখ্যা হলো- সকল মানব শিশুই সৃষ্টিগতভাবে সঠিক জ্ঞানের শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ বক্তব্য থেকে তাই জানা যায়- সকল মানব শিশু সঠিক Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

আর হাদীসখানির 'অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে'। অংশের ব্যাখ্যা হলো- মা-বাবা তথা পরিবেশ ও শিক্ষা মানব শিশুক ইহুদী বা খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারী বানিয়ে দেয়। তাহলে হাদীসখানির এ অংশ থেকে জানা যায়- Common sense পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তীত হয়ে যায়। আর তাই এ হাদীস অনুযায়ী- Common sense সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

**হাদীস-২**

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ 'مُسْنَدِهِ' حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا الزُّبَيْرُ أَبُو عَبْدِ السَّلَامِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِكْرَزٍ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي جُلَسَاؤُهُ وَقَدْ رَأَيْتُهُ عَنْ وَابِصَةَ الْأَسَدِيِّ، قَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنِي غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَمْ يَقُلْ: حَدَّثَنِي جُلَسَاؤُهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لَا أَدَعَ شَيْئًا مِنَ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَفْتُونَهُ، فَجَعَلْتُ أَتَخَطَّاهُمْ، فَقَالُوا: إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: دَعُونِي فَأَدْنُو مِنْهُ، فَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ أَنْ أَدْنُوَ مِنْهُ، قَالَ: دَعُوا وَابِصَةَ، ادْنُ يَا وَابِصَةُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ: فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَا وَابِصَةُ أُخْبِرُكَ أَمْ تَسْأَلُنِي؟ قُلْتُ: لَا، بَلْ أَخْبِرْنِي، فَقَالَ: جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ: نَعَمْ، فَجَمَعَ أَنَامِلَهُ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِنَّ فِي صَدْرِي، وَيَقُولُ: يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ.

**অনুবাদ:** *ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.), ওয়াবেসা (রা)-এর বলা বর্ণনা, সনদের ৫ম ব্যক্তি আফফান থেকে শুনে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে লিখেছেন-* ওয়াবেসা (রা.) বলেন -আমি রসূল (স.)-এর কাছে আসলাম। ভালো মন্দ সবকিছু নিয়ে সকল প্রশ্নই আমি রসূল (স.) –কে করতাম। তখন রসূল (স.)-এর আশেপাশে তাঁকে প্রশ্নরত অবস্থায় অনেক লোকজন থাকতো। আমি তাদের মাঝখান দিয়ে রাস্তা করে এগিয়ে যেতাম। সকলে তখন বলতে থাকতো হে ওয়াবেছ! রসূল (স.) এর কাছ থেকে দূরে থাকো। তখন আমি বলতাম- আরে জায়গা দাও তো! আমি তাঁর একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে যাবো। কারন আমি রসূল (স.) এর কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করি। তখন রসূল (স.) দু'বার অথবা তিনবার বললেন- "এই! তোমরা ওয়াবেসাকে জায়গা দাও, কাছে আসো হে ওয়াবেসা!"। এরপর রসূল (স.) বললেন, হে ওয়াবেসা! তুমি প্রশ্ন করবে নাকি আমি তোমাকে বলে দেবো? তখন আমি বললাম- বরং আপনিই বলে দিন। তখন রসূল (স.) বললেন হে ওয়াবেসা! তুমি কি নেকি (সঠিক) ও পাপ (ভুল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো- হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে আমার সদরে (মাথার অগ্রভাগে) মারলেন এবং বললেন- তোমার ক্বালব (মন) ও নফসের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিনবার

বললেন। তারপর বললেন -যে বিষয়ে তোমার নফস (মন) স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী (সঠিক)। আর পাপ (ভুল) হলো তা, যা তোমার নফসে (মন) সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত এবং সদরে (সম্মুখ ব্রইনের অগ্রভাগে থাকা মনে) অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয় এবং ফাতওয়া দিতেই থাকে।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- ইমাম আবূ ইমাম 'আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, মুসনাদে আহমাদ, (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০১২ খ্রি.) مُسْنَدُ حَدِيثُ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْأَسَدِيِّ نَزَلَ الرَّقَّةَ (শামের সাহাবীদের হাদীস) الشَّامِيِّينَ (য়াবেসা বিন মা'বাদ'র হাদীস), ১০ম খণ্ড, হাদীস নং ১৭৯২৯, পৃ. ৫৬৫।

**ব্যাখ্যা:** নেকী তথা সঠিক কাজ করার পর মনে স্বস্তি ও প্রশান্তি এবং গুনাহ তথা ভুল কাজ করার পর সন্দেহ, সংশয়, খুঁতখুঁত ও অস্বস্তি সৃষ্টি হতে হলে মনকে আগে বুঝতে হবে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল। তাই, হাদীসখানি থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো- Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান ।

হাদীসখানির 'যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয় এবং ফাতওয়া দিতেই থাকে' রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোন মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন তথা মনে থাকা Common sense সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যতো বড় মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেন। তাই হাদীসখানির এ অংশ থেকে জানা যায়- Common sense অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শাক্তি/উৎস।

**হাদীস-৩**

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ 'مُسْنَدِهِ 'حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ جَدِّهِ مَمْطُورٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ . قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ .

**অনুবাদ:** *ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণনা, সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি রাওহ থেকে শুনে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে লিখেছেন-* আবূ উমামা (রা.)

বলেন, এক ব্যক্তি রসূল (স.) কে জিজ্ঞেস করল, ঈমান কী? রসূল (স.) বললেন, যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দিবে ও অসৎ কাজ পীড়া দিবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুন:জিজ্ঞেস করল, হে রসূল ! গুনাহ (অন্যায়) কী? মহানবী (স.) বলেন- যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দিবে।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, মুসনাদে আহমাদ, تتمة مسند الأنصار (আনসারী সাহাবীদের হাদীস) حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ الصُّدَيِّ بْنِ عَجْلَانَ بْنِ عَمْرٍو وَيُقَالُ: ابْنُ وَهْبٍ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (আবূ উমামা আল-বাহেলী-এর হাদীস), ১২শ খণ্ড, হাদীস নং ২২০৬৬, পৃ. ৪৩৮।

**ব্যাখ্যা:** এ হাদীসখানির 'যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দিবে' অংশ থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো- Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান ।

হাদীসখানির 'যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দিবে ও অসৎ কাজ পীড়া দিবে, তখন তুমি মু'মিন' অংশ থেকে জানা যায়- মু'মিনের একটি সংজ্ঞা হলো- স**ৎ**কাজ করার পর মনে আনন্দ পাওয়া। আর অসৎ কাজ করার পর মন কষ্ট পাওয়া। স**ৎ**কাজ করার পর মনে আনন্দ পায় আর অস**ৎ** কাজ করার পর মনে কষ্ট পায় সেই ব্যক্তি যার Common sense জাগ্রত আছে। তাই, এ হাদীস অনুযায়ী Common sense অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শাক্তি/উ**ৎ**স।

**সম্মিলিতি শিক্ষা:** হাদীস তিনখানিসহ আরো হাদীস থেকে সহজে জানা যায়- Common sense, আকল, বিবেক বা বোধশক্তি সকল মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি সাধারণ বা অপ্রমাণিত উৎস।

তাই, Common sense-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসেবে নেয়া হয়েছে।

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয়না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী

নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন আপেলটি উপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেনো? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense এর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। তাহলে দেখা যায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense এর ন্যায় বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর আলোকে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ... ... ...

অনুবাদ: শীঘ্রই আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।

(হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা: দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদুর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ হলো- প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে যা বলা হয়েছে- খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদুর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী ব্যক্তি বলতে কুরআন, সূন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও সত্য কাহিনীর ভিত্তিতে জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস (আকল/ বিবেক/বোধশক্তি) উৎকর্ষিত হওয়া ব্যক্তিকে বোঝায়। আর কিয়াস হলো- কুরআন ও সূন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় নেই এমন বিষয়ে কুরআন সূন্নাহর অন্য তথ্যের আলোকে যে কোনো যুগের একজন প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার আলোকে পরিচালিত গবেষণার ফল। আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে। কারো গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যমূল। তাই সহজে বলা যায়- কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সূন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যে কোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এ ব্যাপারে কিয়াস করার সুযোগ নেই।

## আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা (প্রবাহচিত্র)

যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের নীতিমালাটি (প্রবাহচিত্র) মহান আল্লাহ সার সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং এবং সূরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭নং আয়াতসহ আরো আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রাসূল (স.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন, সুন্নাহ ও **Common sense** ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা (প্রবাহচিত্র)' নামক বইটিতে। প্রবাহ চিত্রটি এখানে উপস্থাপন করা হলো-

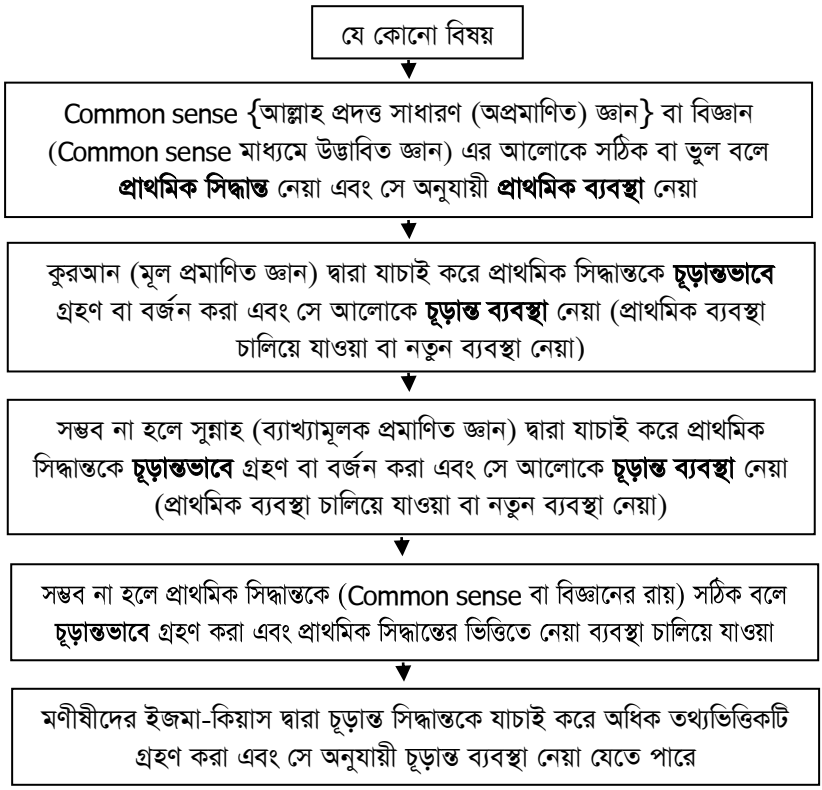

# মূল বিষয়

আল কুরআন পৃথিবীর সকল মানুষের জীবন পরিচালনার তথ্য ও বিধি-বিধান ধারণকারী গ্রন্থ। এটি বর্তমান পৃথিবীতে উপস্থিত থাকা একমাত্র নির্ভুল ঐশী গ্রন্থ। আল কুরআনের ভাষা আরবী। তাই, আরবদের জন্য কুরআনের অনুবাদ লেখার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের (মুসলিম ও অমুসলিম) মাতৃভাষা আরবী নয়। তাই অনারব মানুষদের কুরআনের জ্ঞান অর্জনকে সহজতর করার নিমিত্তে অন্য ভাষায় কুরআনের অনুবাদ (Translation) লেখা প্রয়োজন। অনুবাদ করার মাধ্যমে একটি গ্রন্থের সকল তথ্য হুবহু উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। তাই, প্রথমদিকে এটি নিয়ে কিছু বিতর্ক হলেও কল্যাণের দিক বিবেচনা করে মুসলিমগণ কুরআনের অনুবাদ লেখাকে সিদ্ধ বলে গ্রহণ করেছে। কিন্ত অনুবাদে যদি ভুল থাকে তবে তা পড়ে মানুষ ভুল জ্ঞান অর্জন করবে। তাই, অনুবাদককে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে নির্ভুল অনুবাদ লেখার জন্য। আর এটি করতে হলে কুরআনের অনুবাদের নীতিমালা জানতে হবে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আল কুরআনের অনুবাদের প্রকৃত নীতিমালা বর্তমান মুসলিম জাতির নিকট উপস্থিত নেই। তাই, প্রচলিত প্রায় সকল অনুবাদে মৌলিক ভুল উপস্থিত আছে।

আল কুরআনের অনুবাদ জানলে কুরআনের সব জানা হয়ে গেলো বিষয়টি মোটেই এরূপ নয়। কুরআন সঠিকভাবে জানতে হলে কিছু কিছু শব্দ বা বাক্যের ব্যাখ্যা জানা খুবই প্রয়োজন। এটা আরব ও অনারব উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আল কুরআন ব্যাখ্যা করার প্রকৃত নীতিমালাও বর্তমান মুসলিম জাতির নিকট উপস্থিত নেই। কুরআন ব্যাখ্যার যে নীতিমালা বর্তমানে অনুসরণ করা হয় সেখানে মৌলিক অগ্রহণযোগ্য তথ্য উপস্থিত আছে। তাই, প্রচলিত প্রায় সকল তাফসীর গ্রন্থে মৌলিক ভুল উপস্থিত আছে।

তাই, কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যার প্রকৃত নীতিমালা মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়। এ বইটিতে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মহাকল্যাণের জন্য আমরা এ বিষয়টি উপস্থাপন করার চেষ্টা করবো। প্রথমে কুরআনের অনুবাদের মূলনীতি ও সহায়ক বিষয় এবং পরে ব্যাখ্যার মূলনীতি ও সহায়ক নিয়ে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

## আল কুরআনের সঠিক অনুবাদ (তরজমা) করার মূলনীতি ও সহায়ক বিষয়

**আল কুরআনের সঠিক অনুবাদ করার মূলনীতিগুলো হলো-**

১. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান থাকা

২. কুরআনে পরস্পর বিরোধী তথ্য/বক্তব্য নেই কথাটি মনে রাখা

৩. Common sense-এর বিপরীত অনুবাদ বিনা যাচাইয়ে গ্রহণ না করা
৪. বিজ্ঞানের বিপরীত অনুবাদ বিনা যাচাইয়ে গ্রহণ না করা
৫. যে ভাষায় অনুবাদ লেখা হবে সে ভাষা সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকা
৬. ইসলামকে সমাজে প্রতিষ্ঠার কাজে জড়িত থাকা
৭. কুরআনে উল্লেখ থাকা মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি সম্পাদনা পরিষদ থাকা
৮. কয়েক বছর পরপর নতুন সংস্করণ বের করা।

**আল কুরআনের সঠিক অনুবাদ করার প্রধান সহায়ক বিষয়সমূহ হলো-**

১. শানে নুযুলের জ্ঞান
২. 'আল্লাহ সবচেয়ে বড় ন্যায় বিচারক' তথ্যটি মনে রাখা
৩. 'আল্লাহ মানুষের সবচেয়ে বড় কল্যাণকামী সত্তা' কথাটি মনে রাখা।

## আল কুরআনের সঠিক অনুবাদ করার মূলনীতিগুলোর পর্যালোচনা

### ১. 'আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান থাকা' বিষয়টি কুরআন অনুবাদের মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

আল কুরআন আরবীতে লেখা। অন্যদিকে কুরআনের অনুবাদকারীকে কাল, ভাব, গুরুত্ব, বচন, লিঙ্গ ইত্যাদি দৃষ্টিকোণ থেকে মূল আয়াতে যা আছে তা যথাযথভাবে অনুবাদে ফুটিয়ে তুলতে হবে। তাই, আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের সঠিক অনুবাদ করা সম্ভব নয়। এটি অত্যন্ত সহজবোধগম্য একটি কথা এবং পৃথিবীর কোনো মানুষের এতে দ্বিমত করার কথা নয়।

### ২. 'কুরআনে পরস্পর বিরোধী তথ্য/বক্তব্য নেই' বিষয়টি কুরআন অনুবাদের মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

### Common sense

**দৃষ্টিকোণ-১**

❑ **পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দেয়া সত্তা/ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টিকোণ**

নিম্নের দোষ থাকা ব্যক্তি বা সত্তা পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দেয়-

১. মানুষের অকল্যাণকামী দুষ্ট ব্যক্তি বা সত্তা
এ ধরনের সত্তা নিজের স্বার্থের জন্য আজ যে বক্তব্য দেয় কাল তার বিরোধী বক্তব্য দেয়।
২. জ্ঞানের অভাব থাকা ব্যক্তি বা সত্তা

জ্ঞানের অভাবের কারণে বক্তব্য পরস্পর-বিরোধী হয়ে যায়। কারণ, বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী যে বক্তব্য দেয়া হয় সময়ের ব্যবধানে জ্ঞান বাড়ার কারণে ঐ বক্তব্য ভুল প্রমাণিত হয়। ফলে একই বিষয়ে বিরোধী বক্তব্য দিতে হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে আজ হতে প্রায় ৪০ বছর পূর্বে আমার শিক্ষকরা শল্যবিদ্যার (Surgery) মূলনীতি স্বরূপ আমাকে শিখিয়েছিলেন যে যত বড় শল্যচিকিৎসক (Surgeon) হবে অপরেশনের সময় সে ততো বড় করে কাটবে (Big surgeon big incission)। এখন আমি আমার ছাত্রদের শিখাচ্ছি যে যত বড় শল্যচিকিৎসক (Surgeon) হবে অপরেশনের সময় সে ততো ছোটো করে কাটবে (Big surgeon small incission)। অর্থাৎ ৪০ বছরের মধ্যে শল্যবিদ্যার (Surgery) মূলনীতি সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে গেছে। এর কারণ ছিল জ্ঞানের অভাব।

৩. ভুলে যাওয়ার দোষ থাকা ব্যক্তি বা সত্তা
ভুলে যাওয়ার কারণে আজ যে বক্তব্য দেয়া হল কিছুকাল পরে দেয়া বক্তব্য তার বিপরীত হয়ে যেতে পারে।

আল কুরআন এসেছে এমন সত্তার নিকট থেকে যিনি সবচেয়ে বড় ন্যায়বান, যার সকল বিষয় সম্বন্ধে তিন কালের (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত) জ্ঞান আছে এবং তিনি ভুলে যান না। তাই, Common sense অনুযায়ী আল কুরআনে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য/তথ্য থাকার কথা নয়।

**দৃষ্টিকোণ-২**

**❑ বর্তমান সময়ের একটি উদাহরণের দৃষ্টিকোণ**

IERF (Integrated Education and Research Foundation, Dhaka, Bangladesh**)** 'মু'জামুল কুরআন' নামের একটি অনুবাদ গ্রন্থ বের করেছে। অনুবাদখানির প্রাথমিক প্রকাশ ও প্রথম সংস্করণ বের হয়েছে যথাক্রমে আগস্ট ২০১০ ও অক্টোবর ২০১২ সালে। অনুবাদখানি প্রণয়নে যারা ভূমিকা রেখেছেন তাদের মধ্যে বিভিন্ন পেশার লোক এবং আরবী ভাষা ও গ্রামারের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান রাখেন এমন ব্যক্তিগণও ছিলেন। অনুবাদখানিতে ভূমিকা রাখা ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হলেন প্রফেসর ডাঃ সাইফুল কবীর। ঢাকা ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজে তিনি আমার সহকর্মী ছিলেন। অনুবাদখানি প্রনয়ণে ভূমিকা রাখার সময়কালে প্রফেসর ডাঃ সাইফুল কবীর কুরআন পড়তে পারতেন না। কিন্তু অনুবাদটি প্রনয়ণে অংশগ্রহণ করার আগে কুরআনের অন্য একটি বাংলা অনুবাদ তার ২০-২৫ বার খতম দেয়া ছিল। সম্পাদনায় অবদান রাখার ভিত্তিতে অনুবাদখানির প্রাথমিক প্রকাশ ও প্রথম সংস্করণের সম্পাদনা পরিষদে, প্রফেসর ডাঃ সাইফুল

কবীরকে ২য় অবস্থানে রাখা হয়েছে। অনুবাদে অংশগ্রহণকারীরা আমাকে বলেছেন অনুবাদে ভূমিকা রাখার কারণে প্রফেসর ডাঃ সাইফুল কবীরের নামটি ১ম অবস্থানে রাখার প্রস্তাব উঠেছিল কিন্তু কুরআন পড়তে পারেন না বলে তার নামটি ২য় অবস্থানে রাখা হয়।

প্রফেসর ডাঃ সাইফুল কবীর যেভাবে অনুবাদখানি প্রনয়ণে ভূমিকা রেখেছিলেন তা হলো-সম্পাদনা পরিষদ যখন কোনো একটি আয়াতের অনুবাদ লিখেন তখন তিনি বলেন আয়াতখানির এ অনুবাদ সঠিক নয়। তবে অনুবাদটি এটি হতে পারে। কারণ, আপনাদের কৃত অনুবাদ অমুক সূরার অমুখ আয়াতের বিপরীত। সম্পাদনা পরিষদ তখন পর্যালোচনা করে দেখেন প্রফেসর ডাঃ সাইফুল কবীরের কথা সঠিক এবং সম্পাদনা পরিষদ তখন অনুবাদটি পরিবর্তন করে লিখেন।

কুরআন পড়তে না পারা প্রফেসর ডাঃ সাইফুল কবীর এ অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিলেন শুধু একটি তথ্য জানার কারণে। আর সেটি হলো- আল কুরআনে কোনো পরস্পর বিরোধী তথ্য/বক্তব্য নেই।

♣♣ ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুলজ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী কোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- কুরআনে কোনো পরস্পর বিরোধী বক্তব্য/তথ্য নেই।

**আল কুরআন**

**তথ্য-১.১**

أَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا.

**অনুবাদ:** তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? অথচ তা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট থেকে আসতো তবে নিঃসন্দেহে তারা তাতে অনেক পরস্পর বিরোধিতা (পরস্পর বিরোধী বক্তব্য/তথ্য) পেতো।

(নিসা/৪ : ৮২)

**তথ্য-১.২**

وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِي الْكِتَابِ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ .

**অনুবাদ**: আর নিশ্চয় যারা কিতাবখানির মধ্যে (পরস্পর) বিরোধিতা (আবিষ্কার) করেছে তারা অবশ্যই জেদের বশবর্তী হয়ে (সত্য হতে) অনেক দূরে চলে গিয়েছে।

(বাকারা/২: ১৭৬)

**সম্মিলিত ব্যাখ্যা:** নিশ্চয়তা সহকারে এবং সরাসরি জানা যায় যে- আল কুরআনে কোনো পরস্পর বিরোধী বক্তব্য/তথ্য নেই।

**তথ্য-২**

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ

**অনুবাদ:** আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সাদৃশ্যপূর্ণ (সম্পূরক/বিরোধী নয়) এবং যাতে একই বিষয় (ভিন্ন আঙ্গিকে) বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

(যুমার/৩৯ : ২৩)

**ব্যাখ্যা:** আয়াতখানি থেকে জানা যায়- কুরআনের বক্তব্য/তথ্য একটি অন্যটির পরিপূরক/ব্যাখ্যা। কখনো বিরোধী নয়।

♣♣ ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী- কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে যদি কুরআন সমর্থন করে তবে ঐ প্রাথমিক রায় হবে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে চূড়ান্তভাবে বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- কুরআনের কোনো পরস্পর বিরোধী বক্তব্য/তথ্য নেই।

তাই, কুরআনের অনুবাদ লিখার সময় যদি দেখা যায়, একটি শব্দের আপাত অর্থের কারণে দু'খানি আয়াতের অনুবাদ পরস্পর বিরোধী হয়ে যাচ্ছে তখন অভিধানে ঐ শব্দটির অন্যান্য কি অর্থ আছে তা পর্যালোচনা করে সঠিক অর্থটি নিতে হবে।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ كِتَابِهِ 'الْمُسْنَد' حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ (مُحَمَّد)، عَنْ جَدِّهِ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنُ الْعَاصِ)، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَدَارَءُونَ، فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا، ضَرَبُوا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، **فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ**، فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا، وَمَا جَهِلْتُمْ، فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

**অনুবাদ:** *ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.) আবদুল্লাহ বিন আমর বিন 'আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুর রাজ্জাক থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ'*

*গ্রন্থে লিখেছেন-* আবদুল্লাহ বিন আমর বিন 'আস (রা.) বলেন, রসূল (স.) একবার কিছু লোককে কোনো একটি বিষয়ে মতবিরোধ করতে দেখলেন। তখন রসূল (স.) বললেন-এই মতবিরোধের কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। তারা আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি অংশ দ্বারা আরেকটি অংশকে বাতিল করেছিলো। অথচ **আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি অংশ অপর অংশের পরিপূরক।** সুতরাং তোমরা কিতাবের একটি অংশকে আরেকটি অংশ দ্বারা বাতিল করো না। আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে তোমাদের যা বুঝে আসে তা তোমরা বলো আর আল্লাহ্‌র কিতাবের যা তোমাদের বুঝে আসে না সে সম্পর্কে যিনি বুঝেন তার (মনীষী/বিশেষজ্ঞ) ওপর সেটি ছেড়ে দাও।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- মুসনাদে আহমাদ, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.), مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (মুসনাদে আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আস), পঞ্চম খণ্ড, হাদীস নং ৬৭৪১, পৃ. ১৭০।

**ব্যাখ্যা:** হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (সা.) স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনের একটি অংশ অপর অংশের পরিপূরক। অর্থাৎ কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য নেই।

## ৩. 'Common sense-এর বিপরীত অনুবাদ বিনা যাচাইয়ে গ্রহণ না করা' বিষয়টি কুরআন অনুবাদের মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

Common sense/আকল/বোধশক্তি/বিবেক হলো জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ/অপ্রমাণিত জ্ঞান। আর Common sense-কে কুরআন ও সুন্নাহ অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে (৬টি ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা/বোঝা যায় এমন বিষয়) মানুষের Common sense-এর চিরন্তনভাবে বাইরের বিষয় কুরআনে নেই- এ তথ্য কুরআন জানিয়ে দিয়েছে সূরা আলে ইমরানের ৭নং আয়াতের মাধ্যমে। কুরআনের আয়াতের বক্তব্য কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই, আল কুরআনের কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (মুহকামাত) বিষয় সাময়িকভাবে Common sense-এর বাইরে মনে হতে পারে। তবে মানব সভ্যতার জ্ঞান ঐ স্তরে পৌঁছালে তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে যাবে। আর অতিন্দ্রীয় (মুতাশাবিহাত) আয়াতের বিষয়গুলো চিরন্তনভাবে মানুষের Common sense-এর বাইরে থাকবে- এ তথ্যটিও কুরআন জানিয়ে দিয়েছে সূরা আলে ইমরানের ৭নং আয়াতের মাধ্যমে।

তাই, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ধারণকারী আয়াতের Common sense সম্মত অনুবাদ করার চেষ্টা করতে হবে। আর সর্বতোভাবে চেষ্টা করেও যদি কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

আয়াতের Common sense-সম্মত অনুবাদ বের করা সম্ভব না হয় তবে সেটিকে গ্রহণ করে নিতে হবে এটি ভেবে যে, মানব সভ্যতার জ্ঞান ঐ স্তরে পৌঁছালে আয়াতখানির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থ বের হয়ে আসবে।

বিষয়টি নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা আছে কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার মূলনীতির '৬'নং আলোচনায় (পৃষ্ঠা নং ৬২) এবং 'Common Sense' –এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন? নামক পুস্তিকাটিতে (গবেষণা সিরিজ ৬)।

## ৪. 'বিজ্ঞানের বিপরীত অনুবাদ বিনা যাচাইয়ে গ্রহণ না করা' বিষয়টি কুরআন অনুবাদের মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলো প্রনয়ণ করেছেন আল্লাহ তা'য়ালা। মানুষ শুধু তা ঢাকনা মুক্ত (Discover) করেছে। তাই বিজ্ঞানের সঠিক তথ্য আর কুরআনের বক্তব্য/তথ্য অভিন্ন হবে। বিপরীত হবে না। কুরআনের ছয় ভাগের এক ভাগ হলো বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত বক্তব্য। অন্যদিকে কুরআনের বক্তব্য কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই, আল কুরআনের বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিছু আয়াতের বক্তব্য মানুষের বর্তমান জ্ঞানে বুঝে নাও আসতে পারে। ফলে তার সঠিক অনুবাদ করা সম্ভব নাও হতে পারে। তবে মানব সভ্যতার জ্ঞান ঐ স্তরে পৌঁছালে ঐ আয়াতগুলো বোঝা যাবে এবং তার সঠিক অনুবাদ করাও সম্ভব হবে।

তাই, বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত আয়াতের অনুবাদ, প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের তথ্যের বিরোধী হলো কিনা তা বিশেষভাবে খেয়ালে রাখতে হবে। আর সর্বতোভাবে চেষ্টা করেও যদি বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোনো আয়াতের অনুবাদ প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের তথ্যের সম্পূরকভাবে করা সম্ভব না হয় তবে সে ক্ষেত্রে আয়াতের সরল অনুবাদকে সঠিক বলে গ্রহণ করতে হবে এটি ভেবে যে, বিজ্ঞানের প্রচলিত তথ্যটিতে সমস্যা আছে।

বিষয়টি নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা আছে কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার '৬' নং মূলনীতির 'একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা' বিষয়টির আলোচনায় (পৃষ্ঠা নং ৬২) এবং 'ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?' নামক পুস্তিকাটিতে (গবেষণা সিরিজ ১৩)।

## ৫. 'যে ভাষায় অনুবাদ লেখা হবে সে ভাষা সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকা' বিষয়টি কুরআন অনুবাদের মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

এটিতে ভিন্নমত পোষণ করার কোনো সুযোগ নেই যে কুরআনের অনুবাদ লেখকের অনুবাদ করতে যাওয়া ভাষার ভালো জ্ঞান থাকা একটি মৌলিক বিষয়।

এটি না হলে অনুবাদক, আয়াতের অনুবাদে সঠিক শব্দ ব্যবহার করতে ব্যর্থ হবে। আবার তার বাক্য গঠন ও উপস্থাপনও যথাযথ হবে না। ফলে পাঠক আয়াতের যথাযথ অনুবাদ ও শিক্ষা থেকে মাহরুম হবে।

## ৬. 'ইসলামকে সমাজে প্রতিষ্ঠার কাজে জড়িত থাকা' বিষয়টি কুরআন অনুবাদের মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

### Common sense

একটি শব্দের বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। কোন অর্থটি নিলে অনুবাদটি মূল শব্দের প্রকৃত অর্থের নিকটতম বা হুবহু হবে অনুবাদের ব্যাপারে এটি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেকোনো ব্যবহারিক গ্রন্থের অনুবাদ লিখতে হলে লেখকের ঐ ব্যবহারিক কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ থাকতে হবে। তা না হলে লেখক ঐ গ্রন্থের অনেক শব্দ বা বক্তব্যের যথাযথ অনুবাদটি গ্রহণ করতে ব্যর্থ হবেন।

আল কুরআন কোনো সাহিত্য বা কবিতার গ্রন্থ নয়। এটি লিখিত আকারে একবারে রাসূল (সা.) এর নিকট অবতীর্ণও হয়নি। রাসূল (সা.)-কে আল্লাহ দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন একটি কঠিন কাজ বাস্তবে পালন করে মানুষকে দেখিয়ে দেয়ার জন্য। সে কাজটি ছিল- আল্লাহ তা'য়ালা যে উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তা বাস্তবায়ন করে দুনিয়ার মানুষকে দেখিয়ে দেয়া। আর ঐ কাজ করতে যেয়ে পদে পদে তিনি যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলেন সে বিষয়ে নির্দেশনা দেয়ার জন্যে ২৩ বছর ধরে একটু একটু করে আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন নাযিল করেছেন। তাই ঐ বাস্তব কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ না থাকলে কুরআনের অনেক শব্দ বা আয়াতের সঠিক বা সবচেয়ে কাছাকাছি অনুবাদটি বাছাই করতে অনুবাদক ব্যর্থ হবেন।

আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো, 'আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন এবং অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করার মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা'। একটি সমাজে কুরআনে বর্ণিত দু'চারটি নয়, সকল ন্যায় কাজ করা ও বাস্তবায়ন করা এবং অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকা ও প্রতিরোধ করার মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করতে হলে অবশই সে সমাজে ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত (শাসন ক্ষমতায়) থাকতে হবে। আর বাস্তবে রাসূল (সা.) তাঁর ২৩ বছরের নবুওয়াতী জীবনে এ কাজটি নিখুঁতভাবে পালন করে দুনিয়ার মানুষকে দেখিয়ে গিয়েছেন।

Common sense অনুযায়ী তাই, কুরআনের সঠিক অনুবাদ করতে হলে অনুবাদককে অবশ্যই ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ থাকতে হবে।

♣♣ ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী কোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে সহজে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- কুরআনের সঠিক অনুবাদ করার মূলনীতির একটি বিষয় হলো- 'ইসলামকে সমাজে প্রতিষ্ঠার কাজে জড়িত থাকা'।

**আল কুরআন**

রাসূল (সা.)-কে পাঠানোর উদ্দেশ্যে সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য হলো-

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ........

**অনুবাদ:** তিনিই (আল্লাহ) তাঁর রাসূলেকে প্রেরণ করেছেন সঠিক পথ নির্দেশনা ও সত্য দ্বীনসহ, উহাকে (সত্য দ্বীনকে) প্রতিষ্ঠিত/বিজয়ী করার জন্য, জীবন-ব্যবস্থার (ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ইত্যাদি) সকল অঙ্গনে ... ...

(তওবা/৯ : ৩৩, ফাত্‌হ/৪৮ : ২৮, ছফ/৬১ : ৯)

**ব্যাখ্যা:** আয়াতখানি থেকে জানা যায়, রাসূল (সা.)-কে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল- সত্য দ্বীন তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ইত্যাদি সকল অঙ্গনে বিজয়ী করা তথা (শাসন ক্ষমতায় বসানোর জন্য। আর ঐ কাজে রাসূল (সা.)-কে পদে পদে দিকনির্দেশনা দেয়ার জন্য কুরআনকে বাস্তব অবস্থার পরিপেক্ষিতে, ২৩ বছর ধরে একটু একটু করে নাযিল করা হয়েছে।

তাই, এ আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায়- কুরআনের সঠিক অনুবাদ করতে হলে অনুবাদককে অবশ্যই ইসলামকে মানব সমাজে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ থাকতে হবে। অন্যথায় অনুবাদক কুরআনের অনেক শব্দ বা আয়াতের সঠিক বা সবচেয়ে কাছাকাছি অনুবাদটি বাছাই করতে ব্যর্থ হবেন।

♣♣ এ পর্যায়ে এসে সহজে বলা যায় যে- 'ইসলামকে সমাজে প্রতিষ্ঠার কাজে জড়িত থাকা' বিষয়টি কুরআন অনুবাদ করার মূলনীতি হওয়ার ব্যাপারে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী- কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে যদি কুরআন সমর্থন করে তবে ঐ প্রাথমিক রায় হবে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে চূড়ান্তভাবে বলা যায় যে- ইসলামের চূড়ান্ত

রায় হলো- 'ইসলামকে সমাজে প্রতিষ্ঠার কাজে জড়িত থাকা' বিষয়টি কুরআন অনুবাদ করার একটি মূলনীতি হবে।

## ৭. 'সম্পাদনা পরিষদ থাকা' বিষয়টি কুরআন অনুবাদের মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

### Common sense

যে বিষয়ে অনেক বিভাগ আছে সে বিষয়ের ভালো গ্রন্থ হল সেটি যার প্রতিটি বিভাগ লেখা হয় ঐ বিভাগের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ধারণকারী ব্যক্তি দ্বারা। উদাহরণ স্বরূপ চিকিৎসা বিজ্ঞানের কথা ধরা যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে মেডিসিন, সার্জারী, গাইনী, অর্থপেডিক্স, চক্ষু, নাক-কান-গলা ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগ আছে। বর্তমানে বিশ্বে চিকিৎসা বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলোর কোনোটি এমন পাওয়া যাবে না যেখানে সকল বিভাগ একজন লিখেছেন। বরং সেখানকার প্রতিটি বিভাগ লেখার দায়িত্ব থাকে ঐ বিভাগের একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ওপর। এর কারণ হলো একজন ব্যক্তির পক্ষে সকল বিভাগের ভালো জ্ঞান রাখা সম্ভব নয়।

কুরআনে ধর্ম, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, আচার-ব্যবহার, যুদ্ধ, সন্ধি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, আন্ত:ধর্মীয় সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ের তথ্য আছে। আর ঐ তথ্যসমূহ এমন শব্দ প্রয়োগ করে লেখা আছে যা কিয়ামত পর্যন্ত সত্য থাকবে। একজন মানুষের এ সকল বিষয় সম্বন্ধে ব্যাপক জ্ঞান থাকা সম্ভব নয়। তাই Common sense অনুযায়ী আল কুরআনের সঠিক অনুবাদ গ্রন্থ লিখতে হলে একটি সম্পাদনা পরিষদ থাকতে হবে। যেখানে একজন মূল অনুবাদক থাকবেন এবং কুরআনে উল্লিখিত সকল বড় বিষয়ের একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি থাকবেন। যিনি যে বিষয়ের বিশেষজ্ঞ তিনি সে বিষয়ের আয়াতের অনুবাদ লিখবেন। মূল লেখক সেগুলোর পর্যালোচনা ও সমন্বয় করবেন।

♣♣ তাহলে ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- 'কুরআনে উল্লেখ থাকা মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি সম্পাদনা পরিষদ থাকা' কুরআনের অনুবাদ লেখার একটি মূলনীতি হবে।

**আল কুরআন**

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

**অনুবাদ:** অতঃপর তোমরা যদি না জানো (না জানতে/না বুঝতে পারো) তবে আল্লাহর কিতাবের বিশষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মণীষী/ফকিহ) নিকট জিজ্ঞাসা করো।

(নাহল/১৬ : ৪৩)

**ব্যাখ্যা:** আল্লাহ তা'য়ালা এখানে তাঁর পাঠানো কিতাবে থাকা কোনো বিষয় যদি ব্যক্তি মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া বুনিয়াদি জ্ঞানের (Common sense /আকল/বিবেক) বাইরে থাকে বা বুনিয়াদি জ্ঞান ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার আলোকে বুঝতে না পারে তবে কিতাবের যারা বিশষজ্ঞ জ্ঞানী তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতে বলেছেন।

কুরআনের অনুবাদকের কুরআনের সকল বিষয় সম্বন্ধে উন্নত জ্ঞান না থাকাই স্বাভাবিক। তাই বলা যায়- এ আয়াতের মাধ্যমে যারা ঐ সকল বিষয়ে অধিক জ্ঞানী তাদের নিয়ে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করার জন্য সকল অনুবাদককে আল্লাহ তা'য়ালা উপদেশ দিয়েছেন।

♣♣ তাহলে দেখা যায় সাম্পদনা পরিষদ সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী ঐ প্রাথমিক রায় হবে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। অর্থাৎ ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- 'কুরআনে উল্লেখ থাকা মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি সম্পাদনা পরিষদ থাকা' কুরআনের অনুবাদ লেখার একটি মূলনীতি হবে।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ كِتَابِهِ 'الْمُسْنَد' حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ (مُحَمَّد)، عَنْ جَدِّهِ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنُ الْعَاصِ)، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَدَارَءُونَ، فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا، ضَرَبُوا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، **فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ**، فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا، وَمَا جَهِلْتُمْ، فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

**অনুবাদ:** *ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.) আবদুল্লাহ বিন আমর বিন 'আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুর রাজ্জাক থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন-* আবদুল্লাহ বিন আমর বিন 'আস (রা.) বলেন, রসূল (স.) একবার কিছু লোককে কোনো একটি বিষয়ে মতবিরোধ করতে দেখলেন। তখন রসূল (স.) বললেন-এই মতবিরোধের কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। তারা আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি অংশ দ্বারা আরেকটি অংশকে বাতিল করেছিলো। অথচ আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি অংশ অপর অংশের পরিপূরক। সুতরাং তোমরা কিতাবের একটি অংশকে আরেকটি অংশ দ্বারা বাতিল

করো না। আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে তোমাদের যা বুঝে আসে তা তোমরা বলো আর **আল্লাহ্‌র কিতাবের যা তোমাদের বুঝে আসে না সে সম্পর্কে যিনি বুঝেন তার (মনীষী/বিশেষজ্ঞ) ওপর সেটি ছেড়ে দাও।**

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- মুসনাদে আহমাদ, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.), مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (মুসনাদে আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আস), পঞ্চম খণ্ড, হাদীস নং ৬৭৪১, পৃ. ১৭০।

**ব্যাখ্যা:** হাদীসখানির বোল্ড করা অংশের মাধ্যমে রাসূল (সা.) স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে- আল্লাহ্‌র কিতাবের কোনো বিষয় যদি কারো বুঝে না আসে তবে ঐ বিষয়ের যিনি বিশেষজ্ঞ উপর সেটি ছেড়ে দিতে অর্থাৎ তার নিকট থেকে জেনে নিতে বলেছেন।

তাই, ওপরে উল্লিখিত সূরা নাহলের ১৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা করে এ হাদীসখানির আলোকে বলা যায়- কুরআনে উল্লেখ থাকা মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করার জন্য সকল অনুবাদককে রাসূল (সা.) উপদেশ দিয়েছেন। অন্যকথায় এ হাদীস অনুযায়ী- 'কুরআনে উল্লেখ থাকা মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি সম্পাদনা পরিষদ থাকা' কুরআনের অনুবাদ লেখার একটি মূলনীতি হবে।

## ৮. 'কয়েক বছর পরপর নতুন সংস্করণ বের করা' বিষয়টি কুরআন অনুবাদের মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

### Common sense

পৃথিবীর সকল ব্যবহারিক গ্রন্থ বিশেষ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গ্রন্থের কয়েক বছর পর পর সংস্করণ বের করা হয়। নতুন সংস্করণে-

- বর্তমান সংস্করণ বের হওয়ার পর যে সকল নতুন বিষয় আবিষ্কার হয়েছে তা যোগ করা হয়
- বর্তমান সংস্করণের যে বিষয়গুলো যথাযথ নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে তা বাদ দেয়া হয়
- বর্তমান সংস্করণে উল্লেখ থাকা কোনো বিষয় সম্পর্কে উন্নত তথ্য এসে থাকলে তা যোগ করা হয়।

কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানবসভ্যতার জ্ঞান যত উন্নত হবে কুরআনের বিষয়গুলোর ততো উন্নত অনুবাদ বের হবে এবং তা মানব

জীবনকে আরো কল্যাণময় করবে। তাই Common sense অনুযায়ী কয়েক বছর পর পর কুরআনের অনুবাদ গ্রন্থের সংস্করণ বের করতে হবে। অনুবাদের নতুন সংস্করণে-

- বর্তমান সংস্করণ বের হওয়ার পর কোনো নতুন ও প্রমাণিত আবিষ্কার হয়ে থাকলে সে আবিষ্কারের তথ্য ধারনকারী আয়াতের অনুবাদ সঠিকভাবে লেখা
- বর্তমান সংস্করণ বের হওয়ার পর নতুন ও প্রমাণিত আবিষ্কার অনুযায়ী নতুন সংস্করণের অনুবাদ উন্নত করা

♣♣ তাহলে ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- 'কয়েক বছর পর পর নতুন সংস্করণ বের করা' কুরআন অনুবাদ করার মূলনীতির একটি বিষয় হবে।

**আল কুরআন**

**তথ্য-১.১**

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ .

**অনুবাদ:** এভাবে আল্লাহ আয়াতকে (আয়াতে থাকা মূল বিষয়কে) তোমাদের নিকট স্পষ্ট করে তুলে ধরেন যাতে তোমরা গবেষণা করতে পারো।

(বাকারা/২ : ২১৯)

**তথ্য-১.২**

أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْأٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا.

**অনুবাদ**: তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না, নাকি তাদের মনে তালা পড়ে গিয়েছে?

(মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪)

**সম্মিলিত ব্যাখ্যা:** এ ধরনের অনেক আয়াতের মাধ্যমে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে বলেছেন বা না করার জন্য তিরস্কার করেছেন। ঐ আয়াতসমূহে তিনি চিন্তা-গবেষণার জন্য কোনো ব্যক্তি বা কালকে নির্দিষ্ট করেননি। এর কারণ হলো আল্লাহ কুরআনের মূল শব্দগুলোকে (Key words) এমনভাবে বাছাই করেছেন যে তার অনেকগুলো অর্থ হয়। নতুন ও প্রমাণিত আবিস্কারের মাধ্যমে মানব সভ্যতার জ্ঞানে যদি নতুন কোনো তথ্য সংযোজিত হয় তবে ঐ জ্ঞান ধারনকারী কুরআনের আয়াত পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ঐ আয়াতে যে মূল শব্দ (Key word) আছে তার আভিধানিক অর্থের মধ্যে এমন অর্থ আছে যা দিয়ে আয়াতখানির অনুবাদ করলে ঐ নতুন আবিষ্কারের সমর্থক তথ্য বের হয়ে আসবে। আর এভাবে কুরআনের আয়াতের

অনুবাদকে হালনাগাদ করতে পারলে কুরআনের সত্যতা প্রমাণিত হবে এবং কুরআনের প্রতি মানুষের বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় হবে। এ কথাটিই কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ

**অনুবাদ:** শীঘ্রই আমরা দিগন্ত এবং তাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) তাদেরকে দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।

(হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

**ব্যাখ্যা:** দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততোদূর। আর সূরা আলে ইমরানের ৭নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন অতীন্দ্রীয় (মুতাশাবিহাত) আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা তিনি ছাড়া কেউ জানে না।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে- খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততোদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে আল্লাহর তৈরী করে রাখা বিভিন্ন বিষয় গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য বলে প্রমাণিত হবে।

তাই এ আয়াতখানির ভিত্তিতে সহজে বলা যায় যে- বিজ্ঞানের নতুন সত্য আবিস্কারের সাথে মিল রেখে কুরআনের অনুবাদের নতুন সংস্করণ বের করতে হবে। আর এটি করতে পারলে-

১. কুরআনের সত্যতা তথা কুরআন য আল্লাহর কিতাব তা প্রমাণিত হবে
২. কুরআনের প্রতি মানুষের বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় হবে।

**তথ্য-২**

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.

**অনুবাদ:** যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার (কুরআন) দিকে ও রাসূলের (সুন্নাহ) দিকে আসো; তারা বলে, আমাদের পূর্বপুরুষদের যার উপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট; তাদের পূর্বপুরুষগণ কোনো বিষয়ে (সঠিক) জ্ঞান লাভ না করে থাকলে এবং (ফলস্বরূপ ঐ ব্যাপারে) সঠিক পথপ্রাপ্ত না হয়ে থাকলেও (তারা কি তাদের অনুসরণ করবে)?

(আল-মায়েদা/৫ : ১০৪)

**ব্যাখ্যা:** এ আয়াতখানি রাসূল (সা.)-এর যুগের কাফির-মুশরিকদের লক্ষ্য করে বলা হলেও এর শিক্ষা সার্বজনীন। অর্থাৎ এর শিক্ষা সকল যুগের সকল ধর্মবিশ্বাসের (অমুসলিম ও মুসলিম) মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

আয়াতখানি থেকে জানা যায় তৎকালিন কাফির-মুশরিকদের কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসতে বলা হলে তারা বলতো- 'আমাদের পূর্বপুরুষদের যার উপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট'। আয়াতখানির ২য় অংশে কাফির-মুশরিকদের ঐ কথার পরিপেক্ষিতে আল্লাহর দেয়া বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। সে বক্তব্য হলো- 'তাদের পূর্বপুরুষগণ কোনো বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ না করে থাকলে এবং ফলস্বরূপ ঐ ব্যাপারে সঠিক পথপ্রাপ্ত না হয়ে থাকলেও কি তারা তাদের অনুসরণ করবে'?

বাস্তবে দেখা যায়, বর্তমান যুগের মুসলিমদের কুরআন ও সুন্নাহর যুগের জ্ঞানের আলোকে করা সরাসরি বক্তব্যের দিকে ফিরে আসতে বললে প্রায় একই ধরনের কথা বলেন। সে কথা হলো- পূর্বের মণীষীগণ (আকাবির) কুরআন ও সুন্নাহর অর্থ ও ব্যাখ্যা করে যে সিদ্ধান্ত তাদের রচিত ফিকাহশাস্ত্রে লিখে গেছেন তার বাইরের কোনো অর্থ ও ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করবো না। আর এর কারণ হিসেবে তারা বলেন, তারা অনেক জ্ঞানী ছিলেন। তাহলে দেখা যায় কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসতে বললে তৎকালিন কাফির-মুশরিকরা যে কথা বলতো বর্তমান যুগের মুসলিমরা প্রায় সে ধরনের কথাই বলেন। তাই এ আয়াতের শিক্ষা বর্তমান যুগের মুসলিমদের জন্যেও প্রযোজ্য হবে।

**আয়াতখানি থেকে কাফির-মুশরিকদের জন্য শিক্ষা:** কুরআন ও সুন্নাহ (বর্তমান হাদীসশাস্ত্রের হাদীস নয়)-এর বক্তব্য নির্ভুল। তাই নির্ভুল উৎস থেকে জ্ঞান অর্জন না করার কারণে তাদের পূর্বপুরুষগণ জীবন সম্পর্কিত অনেক বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারে নেই। এজন্যে তাদের সবকথা নির্ভুল মনে করে মেনে নেয়া সঠিক হবে না। বরং ঐ সব বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর কথা মেনে নেয়া সঠিক হবে।

**আর আয়াতখানি থেকে বর্তমানের মুসলিমদের জন্য শিক্ষা:** কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানব সভ্যতার জ্ঞান প্রয়োজনীয় স্তর পর্যন্ত না পৌঁছালে কুরআন ও সুন্নাহর কিছু বক্তব্য মানুষের বুঝে নাও আসতে পারে। এ জন্য সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে পূর্বের মণীষীগণের কুরআন ও সুন্নাহর কিছু বিষয় বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে অনিচ্ছাকৃত ভুল হতে পারে। তাই, কুরআন ও সুন্নাহর সকল বিষয়ে তাদের বুঝ, ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত অন্ধভাবে মেনে নেয়া সঠিক হবে না। বরং ঐ সকল বিষয়ে যোগ্য মানুষদের যুগের জ্ঞানের

আলোকে করা অনুবাদকে গ্রহণ করে কুরআনের অনুবাদ গ্রন্থের নতুন সংস্করণ বের করতে হবে।

**তথ্য-৩**

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ .

**অনুবাদ:** যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ করো; তখন তারা বলে, আমাদের পূর্ব-পুরুষদের যে রীতি-নীতির উপর পেয়েছি আমরা বরং তারই অনুসরণ করবো। তাদের পূর্ব-পুরুষেরা Common sense ব্যবহার করে বুঝতে না পারার দরুণ সঠিক পথ না পেয়ে থাকলেও (কি তারা তাদের অনুসরণ করবে)?

(আল-বাকারাহ/২ : ১৭০)

**ব্যাখ্যা:** এ আয়াতখানিও তৎকালিন কাফির-মুশরিকদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে কিন্তু ২নং তথ্যের আয়াতখানির ন্যায় এর শিক্ষাও সার্বজনীন।

আয়াতখানি থেকে জানা যায় কাফির-মুশরিকদের কুরআনকে অনুসরণ করতে বলা হলে তারা যা বলতো সেটি অব্যবহিত পূর্বের আয়াতখানির বক্তব্যের অনুরূপ। সে বক্তব্য হলো- 'আমাদের পূর্বপুরুষদের যে রীতি-নীতির উপর পেয়েছি আমরা বরং তারই অনুসরণ করবো'।

আয়াতখানির ২য় অংশে কাফির-মুশরিকদের ঐ কথার পরিপেক্ষিতে আল্লাহর দেয়া বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। এ বক্তব্যটি ও অব্যবহিত পূর্বের আয়াতখানির বক্তব্যের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে, ঐ আয়াতখানির বক্তব্যের 'তাদের পূর্বপুরুষগণ কোনো বিষয়ে (সঠিক) জ্ঞান লাভ না করে থাকলে' কথাটির স্থানে এ আয়াতে 'তাদের পূর্ব-পুরুষেরা Common sense ব্যবহার করে বুঝতে না পারার দরুণ' কথাটি বলা হয়েছে। তাই অব্যবহিত পূর্বের আয়াতখানির ন্যায় এ আয়াতের শিক্ষাও সকল যুগের কাফির-মুশরিক ও বর্তমান যুগের মুসলিমদের জন্যেও প্রযোজ্য হবে।

**আয়াতখানি থেকে কাফির-মুশরিকদের জন্য শিক্ষা:** মানুষের জ্ঞান যত বাড়ে তার Common sense ততো উৎকর্ষিত হয়। আর Common sense যত উৎকর্ষিত হয় তার রায়ও ততো সঠিক হবে। আবার ভুল শিক্ষা ও পরিবেশে Common sense অবদমিত হয়। অন্যদিকে কুরআনের বক্তব্য হলো নির্ভুল এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। আর কয়েকটি অতীন্দ্রীয় (মুতাশাবিহ) বিষয় বাদে কুরআনের সকল বক্তব্য Common sense সম্মত। তাই এ আয়াত থেকে কাফির-মুশরিকদের জন্য শিক্ষা হলো- সভ্যতার জ্ঞান কম থাকায় পূর্বপুরুষদের

Common sense বর্তমান যুগের মানুষের আকলের ন্যায় উৎকর্ষিত ছিল না। তাই, জীবন সম্পর্কিত অনেক বিষয়ে তাদের পূর্বপুরুষদের ধারণা সঠিক ছিল না। বর্তমান সভ্যতার জ্ঞানের আলোকে উৎকর্ষিত হওয়া Common sense দিয়ে পর্যালোচনা করলে তারা সহজেই দেখতে পাবে যে, কয়েকটি অতীন্দ্রীয় বিষয় বাদে কুরআনের সকল বক্তব্য Common sense সম্মত। তাই তাদের উচিৎ হবে পূর্বপুরুষদের হুবহু অনুসরণ না করে কুরআনকে হুবহু অনুসরণ করা।

**আয়াতখানি থেকে বর্তমান যুগের মুসলিমদের জন্য শিক্ষা:** সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার জন্য Common sense উৎকর্ষিত না হওয়ায় পূর্বপুরুষগণের (আকাবির) কুরআনের কিছু বিষয় বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে ভুল হতে পারে। আর তাই কুরআন ও সুন্নাহর সকল বিষয়ে তাদের বুঝ, ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত অন্ধভাবে গ্রহণ ও অনুসরণ করা সঠিক হবে না।

তাই, এ আয়াতের আলোকেও সহজে বলা যায়- সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে, অনেক ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মানুষদের তুলনায় পরবর্তী মানুষেরা কুরআনের বক্তব্য অধিক ভালো বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে। আর তাই, এ আয়াতের আলোকে বলা যায়- পরবর্তীদের দ্বারা প্রণয়ন করা কুরআনের অনুবাদগ্রন্থের সংস্করণ বের করতে হবে।

♣♣ তাহলে দেখা যায় সাম্পদনা পরিষদ সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী ঐ প্রাথমিক রায় হবে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। অর্থাৎ ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- 'কয়েক বছর পর পর নতুন সংস্করণ বের করা' কুরআনের অনুবাদ লেখার একটি মূলনীতি হবে।

**চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস**

**হাদীস-১**

أَخْرَجَ الإِمَام البُخَارِى رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'صَحِيْحَه' حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى

ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

**অনুবাদ:** *ইমাম বুখারী (রহ.), আবূ বকর (রা.)-এর বলা বর্ননা, সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ থেকে শুনে তাঁর হাদীসগ্রন্থে লিখেছেন-* আবূ বকর (রা.) বলেন, কুরবানীর দিন নবী (স.) আমাদের খুত্‌বা দিলেন এবং বললেন- তোমরা কি জান আজ কোন্ দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) সবচেয়ে বেশি জানেন। নবী (স.) নীরব হয়ে গেলেন। আমরা ধারণা করলাম সম্ভবতঃ নবী (স.) এর নাম পাল্টিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন- এটি কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন- এটি কোন্ মাস? আমরা বললাম- আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.)-ই সবচেয়ে বেশি জানেন। তিনি নীরব হয়ে গেলেন। আমরা মনে করতে লাগলাম , হয়ত তিনি এর নাম পাল্টিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন- এ কি যিলহজ্জের মাস নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। অতপর তিনি বললেনঃ এটি কোন্ শহর? আমরা বললাম- আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.)-ই সবচেয়ে বেশি জানেন। আল্লাহর রাসূল (স.) নীরব হয়ে গেলেন। ফলে আমরা ভাবতে লাগলাম , হয়ত তিনি এর নাম বদলিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন- এ কি সম্মানিত শহর নয়? আমরা বললাম, নিশ্চয়ই। তোমাদের জান এবং তোমাদের মাল তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত তোমাদের জন্য এমন সম্মানিত যেমন সম্মান রয়েছে তোমাদের এ দিনের, তোমাদের এ মাসের এবং তোমাদের এ শহরের। নবী (স.) সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন- শোন! আমি কি পৌঁছিয়েছি তোমাদের কাছে? সাহাবীরা বললেন, হ্যাঁ (হে আল্লাহর রসূল)। তিনি বললেন- হে আল্লাহ সাক্ষী থাকুন! অতপর তিনি বললেন- **উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি যেন অনুপস্থিতদের নিকট (আমার দাওয়াত) পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তি থাকবে যে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হবে।** তোমরা আমার পরে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

- সহীহ আল-বুখারী, মাকতাবাতুস্ সফা, ২০১৩ খ্রি.), كِتَابُ الحَجِّ (ঈমান অধ্যায়), بَابُ الخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى (দ্বীন সহজ পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ১৭৪১, পৃ. ২০৮।

**ব্যাখ্যা:** রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াত হলো কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য। একটি বক্তব্য বা তথ্য উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়ার একটি রূপ

হতে পারে- বর্তমান প্রজন্মের মানুষদের ভবিষ্যত প্রজন্মের মানুষদের নিকট পৌঁছে দেয়া। তাই, হাদীসখানির বোল্ড করা অংশের একটি ব্যাখ্যা হবে- এক প্রজন্মের মানুষদের কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনার পর অন্য প্রজন্মের মানুষদের নিকট কথা, কাজ বা লেখনির মাধ্যমে পৌঁছে দিতে হবে। কারণ, সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির কারণে অনেক ক্ষেত্রে পরের প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে এমন ব্যক্তি থাকবে যে পূর্বের প্রজন্মের মানুষদের তুলনায় কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য অধিক ভালোভাবে অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ করতে পারবে।

তাই, হাদীসখানির আলোকে সহজে বলা যায়- পরবর্তীদের কর্তৃক পূর্ববর্তীদের প্রণয়ন করা কুরআনের অনুবাদ গ্রন্থের সংস্করণ বের করতে হবে।

**হাদীস নং-২**

أَخْرَجَ الإِمَام التِرْمِذِيْ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'سُنَنِهِ' حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ "نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ"

**অনুবাদ:** *ইমাম তিরমিযী (রহ.), ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বলা বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মাহমূদ বিন গাইলান থেকে শুনে তাঁর হাদীসগ্রন্থে লিখেছেন-* ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন- রসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ সদা প্রফুল্ল ও সুখী রাখুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করার পর যেরূপ শুনেছে সেরূপে তা অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। **কেননা, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তি থাকবে যে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হবে।**

- সুনানুত তিরমিযী (মিসর: দারুল মাওয়াদ্দাহ, ২০১৩ খ্রি.), أَبْوَابُ الْعِلْمِ عَنْ رَسُولِ ﷺ بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَثِّ عَلَى تَبْلِيغِ السَّمَاعِ (রাসূলুল্লাহ সা. থেকে জ্ঞান অধ্যায়), (শ্রুত জ্ঞান প্রচারে অনুপ্রেরণা দেয়া পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৬৫৭, পৃ. ৪৭১।

**ব্যাখ্যা:** ১নং হাদীসখানির ন্যায় ব্যাখ্যা করে এ হাদীসখানির আলোকেও সহজে বলা যায়- পরবর্তীদের কর্তৃক পূর্ববর্তীদের প্রণয়ন করা কুরআনের অনুবাদ গ্রন্থের সংস্করণ বের করতে হবে।

**হাদীস নং-৩**

أَخْرَجَ الإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'سُنَنِهِ' حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ نِصْفَ النَّهَارِ، قُلْنَا: مَا بَعَثَ إِلَيْهِ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِشَيْءٍ يَسْأَلُهُ عَنْهُ، فَقُمْنَا فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، سَأَلَنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: [ص:] «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ.

**অনুবাদ:** *ইমাম তিরমিযী (রহ.), যাইদ ইবনু সাবিত (রা.) -এর বলা বর্ণনা, সনদের ৭ম ব্যক্তি মাহমূদ বিন গাইলান থেকে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন-* সনদের ২য় ব্যক্তি আবান ইবনু 'ওসমান (রহ) বলেন, কোনো একদিন যাইদ ইবনু সাবিত (রা.) ঠিক দুপুরের সময় মারওয়ানের নিকট হতে বেরিয়ে আসলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম, সম্ভবতঃ কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন করার জন্যই এ সময়ে মারওয়ান তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমরা উঠে গিয়ে তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি আমার কাছে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করেছেন, যা আমি রসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকট শুনেছি। আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি- আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির চেহারা আনন্দ- উজ্জ্বল করুন, যে আমার একটি কথা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনেছে, তারপর তা স্মরণ রেখেছে, অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। **কেননা, অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজের তুলনায় অধিক জ্ঞানের অধিকারীর নিকট জ্ঞান পৌঁছে দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজে জ্ঞানী নয়।**

- সুনানুত তিরমিযী (মিসর: দারুল মাওয়াদ্দাহ, ২০১৩ খ্রি.), أَبْوَابُ الْعِلْمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (রসূলুল্লাহ সা. থেকে জ্ঞান অধ্যায়), بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَثِّ عَلَى تَبْلِيغِ السَّمَاعِ (শ্রুত জ্ঞান প্রচারে অনুপ্রেরণা দেয়া পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৬৫৬, পৃ. ৪৭১।

**ব্যাখ্যা:** ২নং হাদীসখানির ন্যায় ব্যাখ্যা করে এ হাদীসখানির আলোকেও সহজে বলা যায়- পরবর্তীদের কর্তৃক পূর্ববর্বতীদের প্রণয়ন করা কুরআনের অনুবাদ গ্রন্থের সংস্করণ বের করতে হবে।

**সম্মিলিত ব্যাখ্যা:** হাদীসগুলোর আলোকে সহজে বলা যায়- কয়েক বছর পর পর কুরআনের অনুবাদ গ্রন্থের সংস্করণ বের করতে হবে।

## আল কুরআনের সঠিক অনুবাদ করার সহায়ক বিষয়গুলোর পর্যালোচনা

সহায়ক বিষয়গুলো হলো-

১. শানে নুযুলের জ্ঞান
২. 'আল্লাহ সবচেয়ে বড় ন্যায় বিচারক' তথ্যটি মনে রাখা
৩. আল্লাহ মানুষের সবচেয়ে বড় কল্যাণকামী সত্তা তথ্যটি মনে রাখা।

### ১. 'শানে নুযুলের জ্ঞান' কুরআনের সঠিক জ্ঞান অর্জনের সহায়ক বিষয় হওয়ার তথ্যটি পর্যালোচনা

শানে নুযুলের জ্ঞান কুরআনের সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্য সহায়ক। কিন্তু এটি অপরিহার্য নয়। এর কারণ হলো-

১. শানে নুযুলে মতপার্থক্য আছে
২. একটি আয়াতের আগের ও পরের আয়াত বা ঐ আয়াতের বিষয় সম্পর্কিত অন্য আয়াত পর্যালোচনা করলে আয়াতখানির শানে নুযুল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

**এ বিষয়ের উদাহরণ**

**উদাহরণ-১**

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ

**অনুবাদ:** (সালাতের সময়) তুমি যে কিবলার দিকে ছিলে তাকে কিবলা নির্ধারণ করেছিলাম শুধু এটা জানার জন্য যে, কে রাসূলের অনুসরণ করে আর কে পিছনের (পূর্বাবস্থায়) দিকে ফিরে যায়।

(বাকারা/২ : ১৪৩)

**ব্যাখ্যা:** এ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কেবলা পরিবর্তনের আদেশের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ ব্যাখ্যা দেয়ার শানে নুযুল জানা যায় নিম্নের আয়াতখানি থেকে-

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ

**অনুবাদ:** অচিরেই নির্বোধ লোকেরা বলবে- তারা যে কিবলার (বায়তুলমুকাদ্দাস) দিকে ছিলো তা থেকে তাদের মুখ (মক্কার কাবার দিকে) ফিরিয়ে দিলো কীসে?

(বাকারা/২ : ১৪২)

**ব্যাখ্যা:** নির্বোধ লোকদের এ কথাই হলো সূরা বাকারার ১৪৩ নং আয়াতে শানে নুযুল।

**উদাহরণ-২**

اِنَّه لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ . فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ . لاَ يَمَسُّه اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ . تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ . أَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُوْنَ .

**অনুবাদ:** আর নিশ্চয় এটা সম্মানিত কুরআন। যা (লিখিত) আছে সুরক্ষিত কিতাবে। 'মুতাহহারুণ' ব্যতীত অন্য কেউ তা (ঐ কুরআন) স্পর্শ করতে পারেনা। এটা মহাবিশ্বের প্রতিপালকের কাছ থেকে অবতীর্ণ। এরপরও কী তোমরা এ বাণীকে (কুরআনকে) তুচ্ছ গণ্য করবে?

(ওয়াকিয়া/৫৬ : ৭৭ - ৮১)

**ব্যাখ্যা:** আয়াত ক'খানির শানে নুযুল হলো- মক্কার কাফিররা বলতো কুরআন শয়তান নিয়ে এসে মুহাম্মাদকে শোনায়। পরে মুহাম্মাদ তা মানুকে শোনায়। তাই, কুরআন হলো শয়তানের আনা কিতাব। এ শানে নুযুল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় নিম্নের আয়াত ক'খানি-

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ . وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ . اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ .

**অনুবাদ:** আর এটি (কুরআন) নিয়ে শয়তানরা নাযিল হয়নি। তারা এ কাজের যোগ্য নয় এবং তারা তার সামর্থ রাখে না। নিশ্চয় (নাযিলকালে) তাদের তা (কুরআন) শ্রবণের সুযোগ হতে দূরে রাখা হয়েছে।

(শুয়ারা/২৬ : ২১০-২১২)

**২. 'আল্লাহ সবচেয়ে বড় ন্যায় বিচারক' তথ্যটি কুরআনের সঠিক জ্ঞান অর্জনের সহায়ক হওয়ার বিষয়টি পর্যালোচনা**

'আল্লাহ সবচেয়ে বড় ন্যায় বিচারক তথ্যটির' সঠিকত্বের প্রমাণ-

**তথ্য-১**

أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ .

**অনুবাদ:** আল্লাহ কি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

(ত্বীন/৯৫ : ৮)

**ব্যাখ্যা:** এখানে মহান আল্লাহ প্রশ্ন করার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি সবচেয়ে বড় ন্যায় বিচারক।

**তথ্য-২**

وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ .

**অনুবাদ:** আর তিনি সর্বোত্তম বিচারক।

(ইউনুস/১০ : ১০৯)

**ব্যাখ্যা:** এখানে মহান আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি সবচেয়ে বড় ন্যায় বিচারক।

**তথ্য-৩**

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ط

**অনুবাদ:** তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তিনি (জন্মগতভাবে) তোমাদের একজনকে অন্যজন থেকে (বিভিন্ন দিক দিয়ে) অধিক মর্যাদা (সুযোগ-সুবিধা) দিয়েছেন, যেন যাকে যা দেয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে তোমাদের পরীক্ষা (বিচার) করতে পারেন।

(আন'আম/৬ : ১৬৫)

**ব্যাখ্যা:** ১ ও ২ নং তথ্যে আল্লাহ তা'য়ালা নিজে জানিয়েছেন যে তিনি সবচেয়ে বড় ন্যায় বিচারক। আর আলোচ্য আয়াতের তথ্য প্রমাণ করে যে, আল্লাহর সবচেয়ে বড় ন্যায় বিচারক। এখানে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন- তিনি জন্মগতভাবে মানুষের একজনকে অন্যজন থেকে বিভিন্ন দিক দিয়ে সুযোগ-সুবিধা বেশী বা কম দিয়েছেন। এটি বাস্তবেও আমরা দেখি। যেমন- মুসলিমের ঘরে জন্মানো ব্যক্তি অমুসলিমের ঘরে জন্মানো ব্যক্তির তুলনায় ইসলাম জানা, বুঝা ও মানার সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশী পায়। গরীবের ঘরে জন্মগ্রহণ করা শিশু ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ করা শিশুর তুলনায় লেখা-পড়া করার সুযোগ অনেক কম পায়।

আয়াতখানির মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন- শেষ বিচারের দিন তিনি জন্মগতভাবে সুযোগ-সুবিধা বেশী বা কম পাওয়ার বিষয়টি খেয়ালে রেখেই বিচার করবেন। এটি অত্যন্ত যৌক্তিক একটি বিষয়। পৃথিবীর কোনো বিচারালয়ে এ বিষয়টি খেয়ালে রেখে বিচার করা হয়না। এ বিষয়ের আলোকে তাই সহজেই বলা যায়- আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক।

**তথ্যটি যেভাবে সহায়তা করবে**

কুরআনকে উৎস হিসেবে ব্যবহার করে সঠিক জ্ঞান লাভে সফল হওয়ার জন্য এ তথ্যটির সহায়তা নেয়ার পদ্ধতি হলো- যদি কুরআনের কোনো আয়াতের আপাত অর্থ ন্যায় বিচারের পরিপন্থী হয় তবে সে আয়াত নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করতে ও চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ  ন্যায় বিচারের পরিপন্থী নয় এমন অর্থ বা ব্যাখ্যা বের করা সম্ভব হয়। আর চেষ্টা চালু রাখলে এটি অবশ্যই সম্ভব হবে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্বনির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা' (গবেষণা সিরিজ-১৭) এবং 'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা (গবেষণা সিরিজ-২৪) নামক বই দু'টি এর বাস্তব প্রমাণ।

### ৩. 'আল্লাহ মানুষের সবচেয়ে বড় কল্যাণকামী সত্তা' তথ্যটি কুরআনের সঠিক জ্ঞান অর্জনের সহায়ক হওয়ার বিষয়টি পর্যালোচনা

'আল্লাহ মানুষের সবচেয়ে বড় কল্যাণকামী সত্তা' তথ্যটির সঠিকত্বের প্রমাণ-

**তথ্য-১**

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ... ... ...

**অনুবাদ:** তিনিই তোমাদের (কল্যাণের) জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ... ... ...

(বাকারা/২ : ২৯)

**ব্যাখ্যা:** এখানে জানানো হয়েছে- মহাবিশ্বের সবকিছুকে মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ মহাবিশ্বের সকল জিনিসের মধ্যে মানুষের কিছু না কিছু কল্যাণ রয়েছে।

**তথ্য-২**

مَايُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ .

**অনুবাদ:** (সালাতের আগে ওজু-গোসলের শর্ত আরোপের মাধ্যমে) আল্লাহ তোমাদের উপর জটিলতা (কষ্ট) আরোপ করতে চাননি বরং তিনি তোমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে চান (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নীতিমালা শিক্ষা দিতে চান) ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করতে চান যাতে তোমরা (এ আদেশ জানা ও মানার মাধ্যমে) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

(মায়েদা/৫ : ৬)

**ব্যাখ্যা:** এখানে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন- সালাতের আগে ওজু বা গোসলের যে আদেশ তিনি দিয়েছেন তার উদ্দেশ্য মানুষকে কষ্ট দেয়া নয়। এর উদ্দেশ্য হলো- মানুষকে শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার শিক্ষা দেয়া এবং তাঁর তরফ থেকে মানুষের কল্যাণ চাওয়ার বিষয়টিকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নেয়া। এখান থেকে বুঝা যায়- মহান আল্লাহ মানুষের জীবনকে পরিপূর্ণভাবে কল্যাণময় করার জন্য যা যা দরকার তার সব কিছুর ব্যবস্থা করেছেন। ওজু বা গোসলের মাধ্যমে শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কল্যাণ হলো- চামড়ার অনেক প্রদাহ রোগ থেকে মুক্ত থাকা।

**তথ্য-৩**

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط

**অনুবাদ:** তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত। মানব জাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো (সৃষ্টি করা) হয়েছে। তোমরা ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন

এবং অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করবে। (আর এ কাজের সময়) আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে।

(আল ইমরান/৩ : ১১০)

**ব্যাখ্যা:** এ আয়াতের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করাকে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

**তথ্য-৪**

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ.

**অনুবাদ:** যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।

(ফাতিহা/১ : ২)

**ব্যাখ্যা:** এ আয়াতসহ আরো অনেক আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি মানুষের জন্য সবচেয়ে দয়ালু সত্তা।

**তথ্যটি যেভাবে সহায়তা করবে**

কুরআনকে উৎস হিসেবে ব্যবহার করে সঠিক জ্ঞান লাভে সফল হওয়ার জন্য এ তথ্যটির সহায়তা নেয়ার পদ্ধতি হলো- যদি কুরআনের কোনো আয়াতের আপাত অর্থ মানুষের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ বেশী করবে বলে মনে হয় তবে সে আয়াত নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না মানবতার জন্য কল্যাণময় কোনো অর্থ বা ব্যাখ্যা বের করা সম্ভব হয়। আর চেষ্টা চালু রাখলে এটি অবশ্যই সম্ভব হবে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'কবীরা গুনাহসহ (বড় অপরাধ) মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কী? (গবেষণা সিরিজ-২০) এবং 'শাফায়াত দ্বারা কবীরা গুনাহ বা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কী?' (গবেষণা সিরিজ-১৬) নামক বই দু'টি এর বাস্তব প্রমাণ।

## আল কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার মূলনীতি ও সহায়ক বিষয়সমূহ

কুরআনের সরল অর্থ জানলে কুরআনের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করা হয়ে গেলো কথাটি মোটেই সঠিক নয়। কুরআনের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে হলে কুরআনের অনেক বক্তব্যের ব্যাখ্যা (তাফসীর) বোঝা অত্যন্ত প্রয়োজন। কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি ও সহায়ক বিষয় সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহে অনেক তথ্য আছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো কুরআন ও সুন্নায় থাকা ঐ মূলনীতি ও সহায়ক বিষয়সমূহকে বর্তমান ও নিকট অতীতের মুসলিমরা মোটেই কাজে লাগায়নি। তাই, ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয়ে বর্তমান মুসলিমদের ধারণা কুরআনের প্রকৃত বক্তব্য থেকে বহু দূরে।

এ বিষয়ে একটি উদাহরণ হলো 'আকিমুস্ সালাত' কথাটি। এ কথাটির সরল অর্থ হলো- 'সালাত প্রতিষ্ঠা করো'। কিন্তু 'আকিমুস্ সালাত' কথার শুধু এ সরল অর্থটি জানলে কথাটির কিছুই জানা হলো না। আর তাই 'আকিমুস্ সালাত' আদেশটি মানাও সম্ভব হবে না। আল কুরআনে এ ধরণের অনেক বিষয় আছে যার শুধু সরল অর্থ জানলে বষিয়টির কিছুই জানা হয় না। তাই, ঐ বিষয়গুলো মানাও সম্ভব হয় না। আর তাই কুরআন প্রকৃতভাবে জানতে ও মানতে হলে কুরআনের অনেক বিষয়ের প্রকৃত ব্যাখ্যা জানা বিশেষভাবে দরকার।

## আল কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রচলিত মূলনীতিসমূহ ও তার পর্যালোচনা

### প্রচলিত মূলনীতিসমূহ

১. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা সম্পন্ন হওয়া
২. প্রবৃত্তির অনুগামী না হওয়া
৩. ইলমুল তাওহীদ জানা
৪. ইলমুল আকায়েদ জানা
৫. কুরআনের ব্যাখ্যা প্রথমত কুরআন দিয়ে করা
৬. এরপর কুরআনের ব্যাখ্যা হাদিসে খোঁজ করা, কারন তা কুরআনের সরাসরি ব্যাখ্যা
৭. এরপর সুন্নাহয় ব্যাখ্যা না পেলে সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যের মধ্যে কুরআনের ব্যাখ্যা খোঁজা
৮. কুরআন সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যের মধ্যে কুরআনের ব্যাখ্যা না পেলে তাবেয়ীদের বক্তব্য দেখা
৯. আরবী ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে পণ্ডিত হওয়া
১০. ইসলামী আইনতত্ত্ব (ফিকহ) জানা
১১. কুরআন নাজিলের প্রেক্ষাপট জানা
১২. নাসিখ-মানসুখ জানা
১৩. মুহকাম মুতাশাবেহাহ জানা
১৪. ইলমুল ক্বিরাত জানা
১৫. কুরআনের সাথে সম্পর্কিত মৌলিক জ্ঞান জানা
১৬. একটি অর্থকে আরেকটির উপর প্রাধান্য দান ও একাধিক অর্থ থেকে একটি অর্থ বিশ্লেষণ করে বের করার মত সূক্ষ্ম জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া।

(কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি, মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন, মান্না' আল কাত্তান, পৃষ্ঠা- ৩২১)

**প্রচলিত মূলনীতিসমূহের পর্যালোচনা**

এ ১৬টি মূলনীতির দুর্বল দিকগুলো হলো-

১. এখানে গুরুত্বপূর্ণ একের অধিক মূলনীতি নাই
২. এমন বিষয়কে মূলনীতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা মানলে অনেক আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা করা অসম্ভব
৩. আরবী ভাষা ও গ্রামারকে অত্যাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে
৪. এ ১৬টি মূলনীতি একজন ব্যক্তির পক্ষে জানা ও ব্যবহার করা প্রায় অসম্ভব।

## আল কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত মূলনীতি ও সহায়ক বিষয়সমূহ

**মূলনীতিসমূহ**

১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য নেই
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন
৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য/তথ্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা
৫. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে সত্য উদাহরণকে আল্লাহর নিকট থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেয়া
৬. একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় Common sense-এর রায় বা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা
৭. কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে বিষয়টি মনে রাখা
৮. আরবী ভাষা ও গ্রামারের জ্ঞান

**সহায়ক বিষয়সমূহ**

১. শানে নুযুলের জ্ঞান
২. 'আল্লাহ সবচেয়ে বড় ন্যায় বিচারক' তথ্যটি মনে রাখা
৩. 'আল্লাহ মানুষের সবচেয়ে বড় কল্যাণকামী সত্তা' তথ্যটি মনে রাখা
৪. 'যে বিষয় কুরআনে নেই সেটি ইসলামের কোনো মূল (১ম স্তরের মৌলিক বিষয়) বিষয় নয়' তথ্যটি মনে রাখা।

# আল কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার মূলনীতিসমূহের পর্যালোচনা

## ১. 'কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য নেই' বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

এটি কুরআন ব্যাখ্যার **সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ** মূলনীতি। বিষয়টির ব্যাপারে কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর দলিল, কুরআনের আনুবাদ করার মূলনীতি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কুরআন ব্যাখ্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ মূলনীতিটি বর্তমান মুসলিম বিশ্বে চালু নেই। এর ফলস্বরূপ অনেক পরস্পর বিরোধী কথা মুসলিম সমাজে ইসলামের শিক্ষা হিসেবে চালু আছে। ঐ কথাগুলো মুসলিম জাতির বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ। বর্তমান মুসলিম বিশ্বে চালু কথা হলো- কুরআনে পরস্পর বিরোধী কথা আছে। কিভাবে এ কথা চালু হয়েছে তা 'কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে বিষয়টি মনে রাখা' মূলনীতিটির আলোচনায় আসবে।

## ২. 'একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো' বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

### Common sense

আল কুরআনে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল (সা.)কে পথনির্দেশনা দেয়ার জন্য ২৩বছর ধরে নাযিল হয়েছে। তাই কুরআনে একটি বিষয়ের এক দিক এক আয়াতে এবং অন্যদিক আর এক আয়াতে উল্লেখিত আছে। আর তাই Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায়- কুরআন থেকে একটি বিষয় পরিপূর্ণভাবে জানতে হলে ঐ বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর ঐ পর্যালোচনার সময় একটি আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা অন্য আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যার সাথে সম্পূরক হতে হবে। বিরোধী হওয়া চলবেনা।

♣♣ ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুলজ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী কোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- 'একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো' বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার একটি মূলনীতি হবে।

**আল কুরআন**

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ

**অনুবাদ:** আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন সর্বোত্তম বাণী (বক্তব্য বা জ্ঞান) সম্বলিত কিতাব (আল কুরআন) যার বাণীসমূহ সাদৃশ্যপূর্ণ (পরিপূরক) এবং যাতে একই বিষয় (ভিন্ন আঙ্গিকে) বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

(যুমার/৩৯ : ২৩)

**ব্যাখ্যা:** আয়াতখানি থেকে জানা যায়- কুরআনে একই বিষয় পরিপূরকভাবে বা একই বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন দিক বিভিন্ন আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই, আয়াতখানি অনুযায়ী কুরআন থেকে একটি বিষয় পরিপূর্ণভাবে জানতে হলে ঐ বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

♣♣ এ পর্যায়ে এসে সহজে বলা যায় যে, একটি বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর বিষয়টি কুরআন বুঝার মূলনীতি হওয়ার ব্যাপারে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে।

তাই, ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী- ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- 'একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো' বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার একটি মূলনীতি হবে।

**চূড়ান্ত রায়টি সমর্থন করা হাদীস**

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ (مُحَمَّد)، عَنْ جَدِّهِ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنُ الْعَاصِ)، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَدَارَءُونَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا، ضَرَبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللَّهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا، وَمَا جَهِلْتُمْ، فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ

**অনুবাদ:** আমর বিন শুআ'ইব থেকে, তিনি তার বাবা (মুহাম্মাদ) থেকে, তিনি তার দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আ'স রা.) থেকে, তিনি বলেন যে, রাসূল (সা.) একবার কিছু লোককে কোনো একটি বিষয়ে মতবিরোধ করতে দেখলেন। তখন রাসূল (সা.) বললেন- এই মতবিরোধের কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। তারা আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি অংশ দ্বারা আরেকটি অংশকে বাতিল করেছিলো। অথচ **আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি অংশ**

**অপর অংশের সত্যতার সাক্ষ্য (পরিপূরক)।** সুতরাং তোমরা কিতাবের একটি অংশকে আরেকটি অংশ দ্বারা বাতিল করো না। আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে তোমাদের যা বুঝে আসে তা তোমরা বলো আর আল্লাহ্‌র কিতাবের যা তোমাদের (জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস) Common sense/আকল/বিবেক দিয়ে বুঝে আসেনা সে সম্পর্কে তা যিনি বুঝেন তার (মণীষী/বিশেষজ্ঞ) উপর সেটি ছেড়ে দাও।
(আল মাকতাবাতুশ শামেলা, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং- ৬৭৪১, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, লেবানন, বৈরুত, ২০১১)

**ব্যাখ্যা:** হাদীসখানির বোল্ড করা অংশের মাধ্যমে রাসূল (সা.) স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে- কুরআনের একটি অংশ অপর অংশের সত্যতার সাক্ষ্য (পরিপূরক)। তাই, হাদীসখানি অনুযায়ী কুরআন থেকে একটি বিষয় পরিপূর্ণভাবে জানতে হলে ঐ বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

## ৩. 'কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন' বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

### Common sense

Common sense অনুযায়ী একটি গ্রন্থের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হবে সেটি যেটি তার লেখক/প্রনয়ণকারীর করা। কুরআন প্রনয়ণ করেছেন মহান আল্লাহ। ২নং মূলনীতি থাকা কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর তথ্য থেকে আমরা জেনেছি যে- কুরআনের একটি আয়াত অপর আয়াতের পরিপূরক তথা ব্যাখ্য। Common sense-এর আলোকে বলা যায়, কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো কুরআন।

♣♣ ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুলজ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী তাই, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- 'কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন' বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার একটি মূলনীতি হবে।

### আল কুরআন

**তথ্য-১**

كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

**অনুবাদ:** এটি আরবী ভাষার অধ্যয়ন দাবিকৃত একটি গ্রন্থ, যার আয়াতসমূহ (শিক্ষনীয় বিষয়সমূহ) খুলে খুলে (ব্যাখ্যাসহ) বর্ণিত, জ্ঞান (জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান Common sense/বিবেক/আকল) সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য।

(হা মিম আস সাজদা/৪১ : ৩)

**ব্যাখ্যা:** আয়াতখানি থেকে সরাসরি জানা যায়, কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা। তাই, আয়াতখানির আলোকে সহজে বলা যায়- 'কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন' বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার একটি মূলনীতি হবে।

**তথ্য-২**

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

**অনুবাদ:** আর এ কুরআন এমন নয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তা রচনা করেছে বরং এটা তাদের হাতে যা আছে (পূর্বে অবতীর্ণ হওয়া কিতাবসমূহ) তার সত্যায়নকারী এবং কিতাবের (বিষয়সমূহের) বিস্তারিত ব্যাখ্যা (একটি অপরটির ব্যাখ্যা), এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এটি মহাবিশ্বের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (অবতীর্ণ)।

(ইউনুস/১০ : ৩৭)

**ব্যাখ্যা:** এখানেও মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনের একটি আয়াত অন্যটির ব্যাখ্যা। আর তাই, এ আয়াতখানির আলোকেও সহজে বলা যায়- 'কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার একটি মূলনীতি হবে।'

♣♣ এ পর্যায়ে এসে সহজে বলা যায় যে, 'কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন' বিষয়টি কুরআন বুঝার মূলনীতি হওয়ার ব্যাপারে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে।

তাই ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো-'কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন' বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার একটি মূলনীতি হবে।

**আল হাদীস**

২নং মূলনীতিতে উল্লিখিত হাদীসখানি (পৃষ্ঠা নং ৫৪) এ মূল নীতিরও দলিল। হাদীসখানিতে বলা হয়েছে- আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি অংশ অপর অংশের পরিপূরক। অর্থাৎ কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা।

### ৪. 'কুরআন বিরোধী বক্তব্য/তথ্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা' বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

**Common sense**

পৃথিবীতে উপস্থিত থাকা একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ হলো আল কুরআন। গ্রন্থখানি পাঠিয়েছেন মহাবিশ্ব যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই সত্তা। কুরআনে আল্লাহর তা'য়ালার কথাগুলো হুবহু তথা অক্ষর, শব্দ, দাড়ি, কমা, সেমিকোলন, যতিচিহ্নসহ উল্ল্যেখ আছে। মানব জীবনের সকল দিকের তথ্য আল কুরআনে আছে। তাই, কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা হবে মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি যাই হোক না কেন।

♣♣ ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুলজ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী কোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- 'কুরআন বিরোধী বক্তব্য/তথ্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা' বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার একটি মূলনীতি হবে।

**আল কুরআন**
**তথ্য-১**

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ

**অনুবাদ:** এটি সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই।

(বাকারা/২ : ২)

**ব্যাখ্যা:** আল কুরআনের প্রণেতা এ আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে- কুরআনে কোনো ভুল নেই।

**তথ্য-২**

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ

**অনুবাদ:** . রমযান (হলো সে) মাস যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, (কুরআন) মানব জাতির জন্য একটি পথনির্দেশিকা, পথনির্দেশিকার মধ্যে এটি স্পষ্ট বর্ণনা-ধারণকারী এবং সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী।

(বাকারা/২ : ১৮৫)

**ব্যাখ্যা:** আয়াতখানির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কুরআন- ধর্মীয়, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক নির্ভুল জ্ঞান ধারণকারী একটি গ্রন্থ; এটি মানব জীবনের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, পরকালিন ইত্যাদি দিকের- সকল মূল (প্রথম স্তরের মৌলিক), অধিকাংশ দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক (প্রথম স্তরের মৌলিকের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক) এবং দু-একটি অমৌলিক বিষয় ধারণকারী একটি পথনির্দেশিকা; অন্য যেকোনো গ্রন্থে এটির বিপরীত কোনো কথা থাকলে সেটি মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, ইসলামী সাহিত্য, চিকিৎসা বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি যাই হোক না কেন।

♣♣ এ পর্যায়ে এসে সহজে বলা যায় যে- 'কুরআন বিরোধী বক্তব্য/তথ্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা' বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার একটি মূলনীতি হওয়ার বিষয়ে

ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী- ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- 'কুরআন বিরোধী বক্তব্য/তথ্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা' বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার একটি মূলনীতি।

**বিষয়টি সমর্থনকারী হাদীস**

**হাদীস-১**

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا إِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ فَقُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ كِتَابُ اللهِ فِيْهِ نَبَأُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ وَهُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِيْنُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيْمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ هُوَ الَّذِي لاَ تَزِيْغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ وَلاَ تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَلاَ تَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلاَ يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلاَ تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ هُوَ الَّذِيْ لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوْا (إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ) مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ.

**অনুবাদ:** আলী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি- সাবধান! অচিরেই মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে পড়বে। জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! তা হতে বাঁচার উপায় কি? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎকালের খবর বিদ্যমান। তাতে রয়েছে তোমাদের জন্যে উপদেশাবলী ও আদেশ-নিষেধ। **কুরআন সত্য ও অসত্যের মধ্যে ফয়সালাকারী** এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। আর যে কুরআনের হিদায়েত ভিন্ন অন্য হেদায়েত সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। তা আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর যিক'র এবং চিরসত্য পথ। কুরআন দ্বারা অন্তর কলুষিত হয়না, মানুষ সন্দেহে পড়েনা। তা থেকে আলেমগণের অন্বেষণ শেষ হয়না। বারবার পাঠ করলেও তা পুরানো হয়না। তার অভিনবত্বের শেষ হয়না। যখনই জ্বীন জাতি তা শুনলো সাথে সাথে বললো, নিশ্চয়ই আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সঠিক পথের দিকে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান আনলাম। যে কুরআন মোতাবেক কথা বললো সে সত্য বললো, যে তাতে আমল করলো সে সওয়াব পেলো, যে তা মোতাবেক হুকুম করলো সে ন্যায়বিচার করলো, যে কুরআনের দিকে মানুষকে ডাকবে সে সত্য পথ পাবে।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: আস-সুনান তিরমিযি, হাদীস নং ২৯০৬)

**ব্যাখ্যা:** হাদীসখানিতে কুরআনকে সত্য ও অসত্যের মধ্যে ফয়সালাকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই, এ হাদীস অনুযায়ী কুরআনের বিপরীত কথা হলো মিথ্যা কথা। সে কথা হাদীস, ফিকহ, ইসলামী সাহিত্য, চিকিৎসা বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি যে গ্রন্থেই থাকুক না কেন।

**হাদীস-২**

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَكُوْنُ عَلَيَّ رَوَاةٌ يَرْوُوْنَ عَنِّيْ اَحَادِيْثَ فَاعْرِضُوْهَا عَلَى الْقُرْاٰنِ فَاِنْ وَافَقَتِ الْقُرْاٰنِ فَخُذُوْهَا وَاِلاَّ فَدَعُوْهَا

**অনুবাদ:** আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন- অচিরেই আমার নামে হাদীস বর্ণনা করা হবে তখন তোমরা উহাকে আল্লাহর কিতাবের সম্মুখে উপস্থাপন করবে (কিতাবুল্লাহর বক্তব্যের সাথে মিলাবে)। যদি তা আল্লাহর কিতাবের (কুরআনের) বক্তব্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তবে তা গ্রহণ করবে। অন্যথায় তাকে প্রত্যাখ্যান করবে।

(মাকতাবাতুশ শামেলাহ: ফাদাইলুল কুরআন লিল মুসতাগফিরী, হাদীস নং ৩৫৩)

**ব্যাখ্যা:** এ হাদীস অনুযায়ী কুরআনের বিপরীত কথা হলো মিথ্যা কথা। সে কথা হাদীস, ফিকহ, ইসলামী সাহিত্য, চিকিৎসা বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি যে গ্রন্থেই থাকুক না কেনো।

### ৫. 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে সত্য উদাহরণকে আল্লাহর নিকট থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেয়া' বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

### Common sense

কুরআন মানুষের ঈমানকে দৃঢ় করতে চায়। সত্য (বাস্তব) উদাহরণের বিরুদ্ধ কথা মানুষের ঈমানকে দুর্বল করে। তাই, Common sense অনুযায়ী কুরআনে সত্য উদাহরণের বিরুদ্ধ কথা না থাকারই কথা। Common sense অনুযায়ী তাই বলা যায়- 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে সত্য উদাহরণকে আল্লাহর নিকট থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেয়া' বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হতে পারে।

♣♣ ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুলজ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী এ পর্যায়ে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে সত্য উদাহরণকে আল্লাহর নিকট থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেয়া'- বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হতে পারে।

**আল কুরআন**
**তথ্য-১.১**

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

(বাকারা/২ : ২৬)

**আয়াতখানির অংশ ভিত্তিক অর্থ ও ব্যাখ্যা:**

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ

**অনুবাদ:** নিশ্চয় আল্লাহ (কুরআনকে বুঝানোর জন্য) মশা বা তার চেয়ে তুচ্ছ জিনিসের উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না।

**শিক্ষা:** কুরআন তথা ইসলাম জানা ও বুঝার জন্য ছোট-খাটো প্রাণীর উদাহরণেরও সাহায্য নিতে কারো বিন্দুমাত্র লজ্জা করা উচি৭ নয়।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ

**অনুবাদ:** অতঃপর যারা মু'মিন তারা জানে যে, নিশ্চয় উহা (প্রাণী বিজ্ঞানের উদাহরণ) তাদের রবের নিকট থেকে আসা সত্য বিষয় (নির্ভুল শিক্ষা)।

**ব্যাখ্যা:** কুরআন সম্পর্কে সূরা বাকারার ২নং আয়াতে বলা হয়েছে 'এতে (কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই' এবং সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'কুরআন সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী'। আর এ আয়াতাংশে প্রাণী বিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে 'আল্লাহর নিকট থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা' বলা হয়েছে। তাই, এ আয়াতাংশ অনুযায়ী শিক্ষনীয় বিষয় হিসেবে কুরআনের বক্তব্য ও প্রাণী বিজ্ঞানের সত্য উদাহণের গুরুত্বের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ

**অনুবাদ:** আর যারা কাফির তারা বলে, এ ধরনের উদাহরণ দ্বারা আল্লাহ কী চান?
**ব্যাখ্যা:** যারা প্রাণী বিজ্ঞানের সত্য উদাহরণের মাধ্যমে কুরআন তথা ইসলাম জানা বা বুঝাকে তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির।

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ

**অনুবাদ:** এর (প্রাণী বিজ্ঞানের সত্য উদাহরণ) মাধ্যমে আল্লাহ অনেককে পথভ্রষ্ট করেন, আবার অনেককে সঠিকপথে পরিচালিত করেন।

**ব্যাখ্যা:** এখানে বলা হয়েছে- প্রাণী বিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে কুরআন ব্যাখ্যার জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার না করার ফলে অনেকে কুরআন সঠিকভাবে বুঝতে পারেনা। তাই তারা পথভ্রষ্ট হয়। আবার প্রাণী বিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে কুরআন ব্যাখ্যার জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার করার কারণে অনেকে কুরআন সঠিকভাবে বুঝতে পারে। তাই তারা সঠিক পথ পায়।

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

**অনুবাদ:** আর ফাসিকরা (গুনাহগাররা) ব্যতীত আর কাউকে তিনি এর (প্রাণী বিজ্ঞানের সত্য উদাহরণ) দ্বারা পথভ্রষ্ট করেন না।

**ব্যাখ্যা:** আর গুনাহগাররা ব্যতীত আর কেউ প্রাণী বিজ্ঞানের সত্য উদাহরণ দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়না।

**তথ্য-১.২**

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا.

**অনুবাদ:** আর আমরা এ কুরআনে মানুষের জন্য সকল ধরনের উদাহরণ (আল্লাহ প্রেরিত সত্য শিক্ষা) বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেছি; কিন্তু মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারে বিতর্কপ্রবণ।

(কাহাফ/১৮ : ৫৪)

**ব্যাখ্যা:** এখানে প্রথমে বলা হয়েছে কুরআনে যত ধরনের উদাহরণ আছে তার সব আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের জন্য উপস্থাপন করেছেন। পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কুরআনে সাধারণ জ্ঞান, মানব শরীর বিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, সৌর বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জল বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য কাহিনী ইত্যাদি সকল ধরনের উল্লেখ আছে।

'কিন্তু মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারে বিতর্কপ্রবণ' আয়াতখানির শেষে থাকা এ কথাটির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে অধিকাংশ ব্যাপারে মানুষ উদাহরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা আল্লাহ প্রেরিত সত্য শিক্ষা জানার পরও মানতে চায় না।

**তথ্য-১.৩**

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ.

**অনুবাদ:** আর রাসূলগণের সংবাদসমূহ (ঘটনা বা কাহিনীসমূহ) থেকে আমরা যে ঘটনা (কাহিনী) তোমার কাছে বর্ণনা করি তা দ্বারা আমরা তোমার মনকে (মনে থাকা ঈমানকে) দৃঢ় করি; আর এর (ঘটনা বা কাহিনীগুলোর) মাধ্যমে মু'মিনদের জন্য তোমার কাছে এসেছে সত্য শিক্ষা, উপদেশ ও যিক'র (স্মরণ ও অনুসরণের বিষয়)।

(হুদ/১১ : ১২০)

**ব্যাখ্যা:** আয়াতখানির মাধ্যমে ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনীকে মু'মিনদের জন্য ঈমান দৃঢ় করা, সত্য শিক্ষা, উপদেশ এবং স্মরণ রাখা ও অনুসরণ করার বিষয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

**সম্মিলিত শিক্ষা:** এ সকল আয়াতে সত্য উদাহরণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ যে সকল কথা বলেছেন তা হলো-

১. সত্য উদাহরণ আল্লাহর নিকট থেকে আসা সত্য শিক্ষা
২. যারা কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বুঝার জন্য সত্য উদাহরণকে তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির। সে উদাহরণ যত ছোটই হোক না কেন
৩. সত্য উদাহরণে আছে শিক্ষনীয় বিষয়
৪. সত্য উদাহরণের শিক্ষা হলো স্মরণ রাখার বিষয়
৫. সত্য উদাহরণ ঈমান তথা বিশ্বাসকে দৃঢ় করে

অন্যদিকে কুরআন হলো-

১. আল্লাহর নিকট থেকে আসা সত্য/নির্ভুল শিক্ষা
২. কুরআনের আয়াতকে তুচ্ছ মনে করলে ঈমান থাকে না
৩. কুরআনের প্রতিটি আয়াতে আছে মানুষের জন্য শিক্ষনীয় বিষয়
৪. কুরআনের আয়াত হলো শিক্ষনীয় বিষয় হিসেবে স্মরণ রাখার বিষয়
৫. কুরআনের বক্তব্য ঈমান তথা বিশ্বাসকে দৃঢ় করে

একটি সত্য অন্য একটি সত্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়। কখনও বিপরীত হয়না। তাই, একটি জানা থাকলে অন্যটির ব্যাখ্যা বুঝা সহজ হয়। আর তাই, সত্য উদাহরণ জানা থাকলে কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝা সহজ হয়। আবার কুরআন জানা থাকলে সত্য উদাহরণ বুঝা সহজ হয়।

**তথ্য-২**

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ

**অনুবাদ:** তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, এর মধ্যে কিছু হলো 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য' আয়াত, এগুলো কিতাবের মা (মূল), আর অন্যগুলো 'অতীন্দ্রিয়'; অতঃপর যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা ফিতনা ছড়ানো এবং (অপ)ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে অতীন্দ্রিয়গুলোর পেছনে লেগে থাকে সেগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ বের করার জন্য; অথচ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এর অরন্তর্নিহিত অর্থ জানে না।

(আলে ইমরান/৩ : ৭)

**ব্যাখ্যা:** এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, অতীন্দ্রিয় আয়াতের বিষয়সমূহ চিরন্তনভাবে মানুষের বুঝ-জ্ঞানের বাইরে। আল কুরআনে থাকা অতীন্দ্রিয় বিষয় মাত্র কয়েকটি। যেমন- জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেশতা, আরশ, হুর, গেলমান

ইত্যাদি। আর অনেক সূরার শুরুতে থাকা এক বা একাধিক অক্ষর সম্বলিত আয়াত (হরুফে মুকাত্তায়াত)।

♣♣ এ পর্যায়ে এসে সহজে বলা যায় যে- 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে সত্য উদাহরণকে আল্লাহর নিকট থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেয়া' বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হওয়ার বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে সত্য উদাহরণকে আল্লাহর নিকট থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেয়া' বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার একটি মূলনীতি হবে।

### ৬. 'একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় Common sense-এর রায় বা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা' বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

### ক. 'একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় Common sense এর রায়ের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা' বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

**দৃষ্টিকোন-১**

**❑ একই উৎস আসার দৃষ্টিকোন**

কুরআন ও Common sense একই উৎস আল্লাহ থেকে আসা। Common sense মহান আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের একটি উৎস হওয়া বিষয়টি সম্পর্কে কুরআন, হাদীস ও যুক্তির কিছু তথ্য পুস্তিকার তথ্যের উৎস বিভাগে (পৃষ্ঠা নং ১৩) আলোচনা করা হয়েছে। আর বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে 'Common sense-এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামক বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)।

♣♣ কুরআন ও Common sense একই উৎস আল্লাহ থেকে আসার দৃষ্টিকোনের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়- কুরআনের একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় ঐ বিষয়ের Common sense এর রায়ের সাথে মেলানোর চেষ্টা করলে সে রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক হবে।

**এ বিষয়ে উদাহরণ**

**উদাহরণ-১**

**❖ ডাকাত ধরার জন্য পুলিশের টি, আই প্যারেড (Test of identification parade)**

ডাকাত ধরার জন্য পুলিশ প্রশাসন যে এলাকায় ডাকাতি হয়েছে সে এলাকায়

যারা সাধারণত ডাকাতি করে তাদের ধরে এনে এক লাইনে দাঁড় করায়। তারপর যে বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছে সে বাড়ীর সদস্যদের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিদের দেখানো হয়। এটি করা হয়, যারা সাধারণত ডাকাতি করে তাদের মধ্যে প্রকৃত ডাকাত খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে বলে।

**উদাহরণ-২**

❖ **চিকিৎসা বিজ্ঞানের রোগ নির্ণয়ের সময় Common disease এর নাম উপরে রাখা**

চিকিৎসা বিজ্ঞানে উপসর্গের (Symptoms and Signs) ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করা হয়। উপস্থিত উপসর্গসমূহের সাথে কয়েকটি রোগের মিল থাকলে যে রোগটি ঐ এলাকায় সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় (Commonest) তার নাম প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ে সবচেয়ে উপরে রাখা হয়। কারণ, পরীক্ষা-নিরিক্ষার পর যে রোগটি চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত (Final diagnosis) হয় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এলাকায় সবচেয়ে বেশী উপস্থিত থাকা (Commonest) রোগটিই হয়।

**দৃষ্টিকোন-২**

❑ **অপরিসীম গুরুত্ব দেয়ার দৃষ্টিকোন**

কুরআন Common sense-কে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে। এ বিষয়টি সম্পর্কেও কুরআন ও হাদীসের কিছু তথ্য পুস্তিকার তথ্যের উৎস বিভাগে (পৃষ্ঠা নং ১৩) আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে 'Common sense-এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামের বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)।

♣♣ কুরআনে Common sense-এর বাইরের কথা বেশি থাকলে আল্লাহ তা'য়ালা Common sense-কে গুরুত্ব না দিয়ে Common sense ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন। তাই, এ দৃষ্টিকোনের ভিত্তিতেও নিশ্চিতভাবে বলা যায়- কুরআনের একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় ঐ বিষয়ের Common sense এর রায়ের সাথে মেলানোর চেষ্টা করলে সে রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক হবে।

**খ. 'একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা' বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ**

## Common sense

বিজ্ঞানের সূত্রগুলো প্রনয়ণ করেছেন আল্লাহ তা'য়ালা নিজে। বিজ্ঞানীরা আল্লাহর প্রনয়ণ করে রাখা বিজ্ঞানের বিষয়গুলো উদঘাটন (Discover) করেছেন মাত্র। তাই, বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য এবং ঐ বিষয়ে কুরআনের তথ্য একই হবে। আর

তাই, সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী থাকায়, কুরআনের একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় ঐ বিষয়ের বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করতে হবে।

**আল কুরআন**

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ

**অনুবাদ:** শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের আয়াত দেখাবো, যতদিন না তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য

(হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

**ব্যাখ্যা:** দিগন্ত হলো খালি চোখ, অণুবীক্ষণ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততোদূর। আল্লাহ দেখাতে থাকবেন কথার অর্থ- গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার মাধ্যমে মানুষ দেখতে পাবে। তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে- খালি চোখ, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততোদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরী করে রাখা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে।

তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অভিন্ন হবে। আর তাই, সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী থাকায়, কুরআনের একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় ঐ বিষয়ের বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করতে হবে।

**আল হাদীস**

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَتَى يَعْرِفُ الْإِنْسَانُ رَبَّه قَالَ إِذَا عَرَفَ نَفْسَهُ ثُمَّ يَرَاعَى مِنْهَا مَا صَلَحَ وَاسْتَقَامَ مِنْ زَيْغٍ

**অনুবাদ:** আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষ কিভাবে তার রবকে চিনবে? রাসূল (সা.) বললেন, যখন সে তার নিজেকে চিনবে। অত:পর নিজের মধ্যে যা কিছু ভালো আছে তা সংরক্ষণ করবে এবং নিজেকে স্খলন থেকে দৃঢ়ভাবে বিরত রাখবে।

(আল-মাকতাবাতুশ শামেলাহ- আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ্বীন, পৃ: ১৮২)

**ব্যাখ্যা:** হাদীসখানিকে কেউ কেউ সনদের (বর্ণনাধারা) দিক থেকে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু হাদীসখানির বক্তব্য বিষয় (মতন) কুরআনের সাথে ভীষণভাবে সামঞ্জস্যশীল।

হাদীসখানিতে রাসূল (সা.) বলেছেন- যে নিজেকে চিনবে সে তার রবকে চিনবে। রবকে চেনার মূল অর্থ হলো- কুরআন জানা এবং কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝা। আর নিজেকে চেনার অতীব গুরুত্বপূর্ণ দু'টি দিক হলো-

১. কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যেতে হবে, কে সৃষ্টি করেছেন, কেনো সৃষ্টি করেছেন ইত্যাদি জানা

২. শরীরের Embryology, Anatomy, Physiology, Phycology, Intellectuality, Sex, Behavior, Need, Aging process, Food, Exercise, Disease, Treatment, Limitations ইত্যাদি জানা।

নিজেকে চেনার ১ম দিকটি বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থের (কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, ইসলামী সাহিত্য) সাহায্য নিয়ে মানুষ জানতে পারে। কিন্তু নিজেকে চেনার ২য় দিকটি সম্পূর্ণরূপে চিকিৎসা বিজ্ঞান জানার উপর নির্ভরশীল। তাই এ হাদীস অনুযায়ী- চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য এবং ঐ বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য অভিন্ন হবে। আর তাই যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য জানবে সে কুরআনের অনেক আয়াত সহজে বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

বিজ্ঞান সম্পর্কিত আরো অনেক তথ্য উপস্থিত আছে 'ইসলামে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামক বইটিতে (গবেষণা সিরিজ- ১৩)।

## ৭. 'কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসূখ) হওয়া কোনো আয়াত নেই তথা কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে কথাটি মনে রাখা' কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

আল কুরআনের আয়াত নাসিখ এবং মানসুখ (রহিতকারী এবং রহিত) হওয়া বিষয়টি মুসলিম বিশ্বের ইসলামী শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রীও দেয়া হয়। বিষয়টিকে কেমন গুরুত্ব দেয়া হয় তা বুঝা যায় **প্রচলিত** এ কথাটি থেকে- কুরআনের সঠিক তরজমা (অর্থ) বা তাফসীর (ব্যাখ্যা) করতে হলে অবশ্যই নাসিখ-মানসুখ সম্পর্কে গভীর, বিস্তারিত ও পরিস্কার ধারণা থাকতে হবে।

প্রচলিত মতে কুরআনের আয়াত রহিত হওয়ার (নাসিখ-মানসুখ) প্রকারভেদগুলো নিম্নোরূপ-

১. আল কুরআনে কিছু আয়াত আল্লাহ সরাসরি রহিত (মানসুখ) করে কুরআন থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন

২. আল কুরআনে কিছু আয়াত রাসূল (সা.)-কে ভুলিয়ে দেয়ার মাধ্যমে রহিত করে আল্লাহ কুরআন থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন
৩. কুরআনে রহিতকারী (নাসিখ) এবং রহিত হওয়া (মানসুখ) উভয় ধরনের আয়াত উপস্থিত আছে
৪. কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম বা শিক্ষা চালু নাই
৫. কুরআনের কিছু আয়াতের হুকুম বা শিক্ষা চালু আছে কিন্তু তিলাওয়াত চালু নাই
৬. কুরআনের আয়াত দ্বারা আল্লাহ পূর্বের কিতাবের আয়াতকে রহিত করেছেন
৭. কুরআনকে হাদীস দ্বারা রহিত করা (এ বিষয়ে মনীষীদের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে)
৮. হাদীসকে কুরআন দ্বারা রহিত করা
৯. হাদীসকে হাদীস দ্বারা রহিত করা।

'কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম বা শিক্ষা চালু নেই' কথাটিসহ পুরো নাসিখ-মানসুখ বিষয়টি যে অসত্য, জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী তা সংক্ষিপ্তভাবে জানা যায় এভাবে-

## Common sense

**তথ্য-১**

**রহিত হওয়া আয়াতের সংখ্যা দিনে দিনে কমে যাওয়ার দৃষ্টিকোণ**

যত দিন অতিবাহিত হচ্ছে কুরআনের রহিত আয়াতের সংখ্যা ততো কমে যাচ্ছে। রহিত হওয়া আয়াতের সংখ্যা কমে যাওয়ার চলমান চিত্রটি হলো-

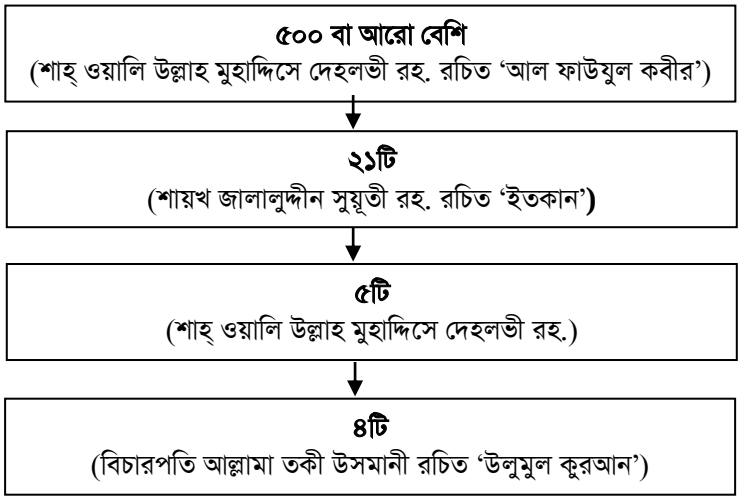

কুরআনের আয়াত রহিত হয়ে থাকলে তার সংখ্যা জানানোর মালিক আল্লাহ তা'য়ালা বা রাসূল (সা.)। আল্লাহ বা রাসূল (সা.) কর্তৃক রহিত আয়াতের সংখ্যা জানানোর পর তা পরিবর্তন করার ক্ষমতা ইসলামের কোনো প্রকৃত মণীষীর অবশ্যই নেই। তাই, রহিত হওয়া আয়াতের সংখ্যা সময়ের ব্যবধানে ব্যাপক কমে যাওয়া প্রমাণ করে যে- কুরআনের আয়াত নাসিখ-মানসুখ হওয়ার বিষয়টি সঠিক নয়।

**তথ্য-২**

**মহান আল্লাহর জ্ঞানের পরিধিকে খাটো করার দৃষ্টিকোণ**

আল কুরআন নাযিল হয়েছে ২৩ বছর সময়ের মধ্যে। পৃথিবীর সকল কিছুর তিন কালের পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন একমাত্র মহান আল্লাহ। আল্লাহ একটি তথ্য নাযিল করে ২৩ বছরের মধ্যে কোনো এক সময়ে যথাযথ হয়নি বলে আবার উঠিয়ে নিয়েছেন, এটি মহান আল্লাহর সিফাতের (গুণ) সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাই, এ দৃষ্টিকোণ থেকে আল কুরআনে কিছু আয়াত প্রথমে ছিল কিন্তু পরে আল্লাহ সেগুলো সরাসরি রহিত (মানসুখ) করে কুরআন থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন, এ কথা Common sense অনুযায়ী সঠিক হওয়ার কথা নয়।

**তথ্য-৩**

**সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হওয়ার কারণে ২৩ বছরের মধ্যে বারবার আয়াত রহিত করার প্রয়োজন হওয়া কিন্তু তারপর সুদীর্ঘকাল সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হলেও আয়াত পরিবর্তনের প্রয়োজন না হওয়ার দৃষ্টিকোণ**

প্রচলিত তথ্য মতে ২৩ বছরে মানুষের সামাজিক অবস্থার যে পরিবর্তন হয়েছে তার উপযোগী করার জন্য কুরআনের অনেক আয়াত স্থায়ীভাবে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে অথবা তার স্থানে পালন করা সহজ বা অধিক কল্যাণকর আয়াত নাযিল করা হয়েছে। কুরআন নাজিল শেষ হওয়া থেকে আজ পর্যন্ত তথা ১৫০০ বছরের মধ্যে মানুষের সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। তাই প্রচলিত কথাটি সত্য হলে এ পরিবর্তনের উপযোগী করার জন্য কুরআনের আরো বহু আয়াত উঠিয়ে নেয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। তাই সহজেই বলা যায়, কুরআনের আয়াত রহিত হওয়া সম্বন্ধে প্রচলিত কথা সঠিক নয়।

**তথ্য-৪**

**মহান আল্লাহ সম্বন্ধে ইসলামের শত্রুদের চরম অমর্যাদাকর প্রচারণা চালানোর সুযোগ তৈরি করে দেয়ার দৃষ্টিকোণ**

প্রচলিত নাসিখ-মানসুখের বিষয়টি ইসলামের শত্রুদের মহান আল্লাহ সম্বন্ধে চরম অমর্যাদাকর প্রচারণা চালানোর সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং তারা এটি আরম্ভও করে দিয়েছে। যেমন-

'This shows an Allah who is bereft of foresight, has a fickle mind and incapable of assessing the weakness and strength of Muhammad or his followers. This is of course a blasphemous characterization of any Omniscient divinity. Neither in the Hebrew Bible nor in the New Testament are there such verses. The God of Israel is not shown to give one command one instance and then changes it either immediately, shortly afterwards or much later because He did not realize that it was too onerous to be fulfilled by mere humans.'

*(www.inthenameofallah.org)*

**অনুবাদ:** '(কুরআনের নাসিখ মানসুখের বিষয়টি) প্রমাণ করে যে, আল্লাহ এমন একটি সত্তা যার দূরদর্শিতার অভাব আছে। যিনি অস্থিরচিত্ত এবং মুহাম্মাদ ও তাঁর অনুসারীদের দুর্বলতা ও শক্তি বুঝতে অপারগ। এটি অবশ্যই সর্বজ্ঞ এক সত্তার সম্বন্ধে অন্যায় ধারণা। হিব্রু বাইবেল বা নিউ টেস্টামেন্টে (রহিত হয়েছে) এমন কোনো আয়াত নেই। ইসরাইলের প্রভুর সম্বন্ধে এমনটি দেখা যায়নি যে, তিনি একটি আদেশ দিয়েছেন তারপর সেটি সাথে সাথে, অল্পসময় পরে বা বেশকিছু সময় পরে পরিবর্তন করেছেন এ কারণে যে- তিনি বুঝতে পারেননি সেটি মানুষের পক্ষে পালন করা খুব কঠিন হবে'।

কুরআনের আয়াত নাসিখ-মানসুখ হওয়ার বিষয়টি সত্য হলে এ ওয়েব সাইটে মহান আল্লাহ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তাকে সত্য না বলে উপায় থাকে না (নাউজু বিল্লাহ)। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও বলা যায়- কুরআনের আয়াত নাসিখ-মানসুখ হওয়া সম্বন্ধে প্রচলিত কথা সঠিক হতে পারে না।

**তথ্য-৫**

**আল্লাহর পাঠানো অন্য কিতাবে নাসিখ-মানসুখ (আয়াত রহিতকরণ) বিষয়টি না থাকার দৃষ্টিকোণ**

এ বিষয়ে সকল মণীষীগণ একমত যে, আল্লাহ তা'য়ালার পাঠানো অন্য কিতাবের কোনো আয়াত রহিত হয়নি তথা নাসিখ-মানসুখ বিষয়টি নেই। তাই, সহজে বলা যায়- আল্লাহর কিতাবের শেষ সংস্করণ আল কুরআনেরও কোনো আয়াত রহিত হয়নি তথা নাসিখ-মানসুখ বিষয়টি নেই।

**তথ্য-৬**

**অপচয়ের দৃষ্টিকোণ**

একটি তথ্য কোনো গ্রন্থে লিখতে কাগজ ও কালি খরচ হয়। আর তা পড়তে সময় ব্যয় হয়। কুরআনের কোটি কোটি কপি লেখা হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবে। অন্যদিকে কোটি কোটি মানুষ কুরআন পড়ছে। তাই কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নেই এ তথ্য সঠিক হলে কোটি কোটি দিস্তা কাগজ, কোটি কোটি লিটার কালি এবং কোটি কোটি ঘন্টা সময়ের অপচয় হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। যে কোনো বিবেকবান মানুষ একবাক্যে স্বীকার করবে এটি হওয়া উচিৎ নয়। তাই, Common sense এর আলোকে সহজে বলা যায়- কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম বা শিক্ষা চালু নেই এ কথা সঠিক হতে পারে না।

**তথ্য-৭**

**সংস্করণের দৃষ্টিকোণ**

পৃথিবীতে উপস্থিত থাকা সকল ব্যবহারিক গ্রন্থের সংস্করণ বের হয়। যেকোনো গ্রন্থের সংস্করণ বের করার নীতি হলো- পরের সংস্করণে পূর্বের সংস্করণের অনেক বিষয় অপরিবর্তীত থাকে, কিছু বিষয় বাদ যায় এবং কিছু বিষয় নতুন যোগ হয়। কিন্তু কোনো গ্রন্থের একই সংস্করণে কিছু অংশের শিক্ষা চালু নেই বা মানা যাবে না এমনটি হয় না।

আল্লাহ তা'য়ালার পাঠানো কিতাবসমূহ হলো একই গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ। পর্যালোচনা করলে দেখা যায়- মহান আল্লাহ তার কিতাবের সংস্করণ পাঠাতে গিয়ে পরের সংস্করণে পূর্বের সংস্করণের অনেক বিষয় অপরিবর্তীত রেখেছেন, কিছু বিষয় বাদ দিয়েছেন এবং কিছু বিষয় নতুন যোগ করেছেন। ব্যবহারিক গ্রন্থের সংস্করণ বের করার সাধারণ যে নীতি বর্তমান বিশ্ব চালু আছে তা প্রনয়ণ ও প্রথমে প্রয়োগ করেছেন আল্লাহ তা'য়ালা। তাই, সংস্করণের দৃষ্টিকোণ থেকে সহজে বলা যায়- কুরআনের কিছু অংশের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু শিক্ষা চালু নেই কথাটি সঠিক নয়।

♣♣ তাহলে ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী এ পর্যায়ে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম বা শিক্ষা চালু নেইসহ পুরো নাসিখ-মানসুখ বিষয়টি সঠিক নয়। অর্থাৎ 'কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে' বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার একটি মূলনীতি হবে।

**আল কুরআন**

**তথ্য-১**

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ .

**আনুবাদ:** নিশ্চয় আমরা যিক'র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরা এর হিফাজাতকারী (রহিত, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন বাধাদানকারী)।

(হিজর/১৫ : ৯)

**ব্যাখ্যা:** আল্লাহ তা'য়ালা এখানে পরিস্কার ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে- তিনি কুরআনকে কিয়ামত পর্যন্ত হিফাজাত করবেন তথা রহিত, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে দিবেন না। তাই, এ আয়াত অনুযায়ীও কুরআনের আয়াত রহিত, পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত- অবশ্যই হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত অবশ্যই হবে না। আর তাই, এ আয়াত অনুযায়ীও কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে।

**তথ্য-২**

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ .

**অনুবাদ:** প্রত্যেক যুগের (নির্দিষ্ট সময়কাল) জন্য একটি কিতাব বরাদ্দ।

(রা'দ/১৩ : ৩৮)

**ব্যাখ্যা:** আল্লাহ তা'য়ালা এ আয়াতাংশের মাধ্যমে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন- যে সকল কিতাব তিনি নাযিল করেছেন তার প্রতিটি কার্যকরী থাকার সময়কাল (মেয়াদ) নির্দিষ্ট করা আছে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট করে দেয়া মেয়াদের মধ্যে আল্লাহর কোনো কিতাবের আয়াত রহিত, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হবে না। আল্লাহর অন্য সকল কিতাবের ব্যাপারে এ আয়াতের বক্তব্য সঠিক হয়েছে। তাই, কুরআনের ব্যাপারে এ আয়াতের বক্তব্য বাস্তবে সঠিক না হওয়ার কোনো কারণ নেই। কুরআনের মেয়াদ হলো- নাযিল হওয়ার দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কুরআনের আয়াত রহিত, পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত অবশ্যই হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত অবশ্যই হবে না। আর তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে।

**তথ্য-৩**

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

**অনুবাদ:** আর আমরা তোমার পূর্বে এমন কোনো নবী বা রাসূল পাঠাইনি যখন সে আল্লাহর কিতাবের আয়াত পাঠ করেছে কিন্তু শয়তান তাঁর পঠিত আয়াতে (পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও রহিত করা মূলক কথা) নিক্ষেপ করেনি (জুড়ে দেয়নি); অতঃপর আল্লাহ শয়তানের সকল নিক্ষেপ করা (জুড়ে দেয়া কথা) রহিত

(মানসুখ) করে নিজের (নাযিল করা) আয়াতসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন; আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

(হাজ্জ/২২ : ৫২)

**তথ্য-৪**

.....وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ.

**অনুবাদ:** আর তোমরা অপচয় কোরো না। নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই।

(বনী-ইসরাইল/১৭: ২৬, ২৭)

**ব্যাখ্যা:** এখানে আল্লাহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, যে কোনো জিনিসের অপচয়কারী শয়তানের ভাই। 'কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নেই' তথ্যটি সঠিক হলে কুরআন লিখতে ও পড়তে গিয়ে যে কোটি কোটি দিস্তা কাগজ, কোটি কোটি লিটার কালি এবং কোটি কোটি ঘন্টা সময়ের অপচয় হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে তা এক মহা অপচয়ের উদাহরণ হবে। তাই, 'কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু শিক্ষা চালু নেই' এ তথ্য সঠিক হলে মহান আল্লাহ শয়তানের ভাই হয়ে যান (নাউযুবিল্লাহ)। এজন্য নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে, এমন একটি তথ্য কুরআন তথা ইসলামের তথ্য হতে পারে ন।

**তথ্য-৫**

**আল্লাহ তা'য়ালার নিজে করা কাজ তথা আল্লাহর ফে'য়লী হাদীসের দৃষ্টিকোণ**

চর্বিজাতীয় খাবার হজম হওয়ার জন্য পিত্তরস লাগে। মানুষের শরীরে পিত্তরস তৈরি করে লিভার। লিভার ২৪ঘন্টা ধরে ঐ পিত্তরস তৈরি করে। আমাদের পেট যখন খালি থাকে তখন লিভারে যে পিত্তরস তৈরি হয় তা যদি খাদ্য নালিতে (Intestine) যায় তবে তা অপচয় হবে। কারণ, খাদ্য নালিতে তখন হজম করার মতো কোনো খাবার নেই। তাই, আল্লাহ তা'য়ালা পিত্তনালির শেষ অংশে একটি গেট (Sphincter) এবং পিত্তরস জমা করে রাখার জন্য মানুষের শরীরে একটি পিত্তথলি তৈরি করে রেখেছেন। খাদ্যনালি যখন খালি থাকে তখন পিত্তনালির ঐ গেটটি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পিত্তরস খাদ্যনালিতে যেতে না পেরে পিত্তথলিতে গিয়ে জমা হয়। খাওয়ার পর খাবার খাদ্যনালিতে পৌঁছলে, নালির গেটটি খুলে যায় এবং খাদ্যনালিতে খাবার পৌঁছানোর খবরটি কলিসিসটোকাইনিন নামক হরমোনের মাধ্যমে পিত্তথলির নিকট পৌঁছে দেয়া হয়। পিত্তথলি তখন সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে, তার মধ্যে জমা থাকা পিত্তরস, পিত্তনালির মধ্য দিয়ে খাদ্যনালিতে পাঠিয়ে দেয়। ছবি দেখুন-

**শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ,** ভেবে দেখুন যে আল্লাহ এক ফোটা পিত্তরস অপচয় না হওয়ার জন্য মানুষের শরীরে এ অপূর্ব ব্যবস্থা করে রেখেছেন তিনি কি, 'আল কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নেই', এমন একটি তথ্যের মাধ্যমে মানুষের কোটি কোটি দিস্তা কাগজ, কোটি কোটি লিটার কালি এবং কোটি কোটি ঘন্টা সময়ের অপচয় হতে দিতে পারেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারা সবাই একবাক্যে বলবেন- নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা তা হতে দিতে পারেন না। অর্থাৎ এ রকম একটি তথ্য কুরআন তথা ইসলামের তথ্য হতে পারে না।

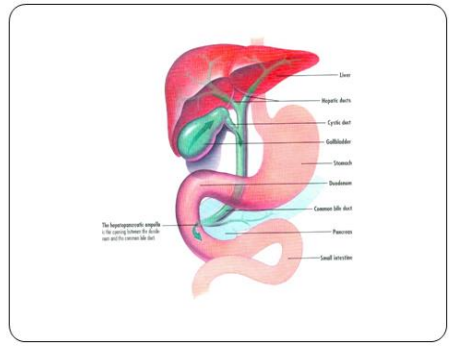


**তথ্য-৬**

কুরআনের আয়াত রহিত হওয়া (নাসিখ-মানসুখ) বিষয়টির পক্ষের দলিল হিসেবে উদ্ধৃত করা আয়াতসমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ হবে নিম্নরূপ-

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ

**অনুবাদ:** আমরা (পূর্বের কিতাবের) যে আয়াতই রহিত করি কিংবা ভুলিয়ে দেই (পরের কিতাবে) তার চেয়ে ভালো অথবা তার অনুরূপ (আয়াত) নিয়ে আসি।

(বাকারা/২ : ১০৬)

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ ۙ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

**অনুবাদ::** আর আমরা যখন (পূর্বের কিতাবের) কোনো আয়াত পরিবর্তন করে (পরের কিতাবে) অন্য এক আয়াত আনি এবং আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জানেন যা তিনি অবতীর্ণ করেন, (তখন) তারা বলে, তুমি তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী; কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো- তাদের অধিকাংশই জানে না।

(নাহল/১৬ : ১০১)

..... لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.

**অনুবাদ: ... ... ...** প্রত্যেক যুগের (নির্দিষ্ট সময়কাল) জন্য একটি কিতাব বরাদ্দ। আল্লাহ (পরের কিতাবে পূর্বের কিতাবের) যা ইচ্ছা রহিত করেন এবং যা

ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত রাখেন; আর তারই নিকট (লাওহে মাহফুজে) আছে মূল কিতাবখানি।

(রা'দ/১৩ : ৩৮, ৩৯)

♣♣ ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী কোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় তথা ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন সমর্থন করলে ঐ প্রাথমিক রায়টি হবে উক্ত বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো - কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম বা শিক্ষা চালু নেইসহ পুরো নাসিখ-মানসুখ বিষয়টি সঠিক নয়। অর্থাৎ 'কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে' বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার একটি মূলনীতি হবে।

**চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী আল হাদীস**

**হাদীস-১**

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ (مُحَمَّد)، عَنْ جَدِّهِ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنُ الْعَاصِ)، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَدَارَءُونَ، فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا، ضَرَبُوا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، **فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ**، فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا، وَمَا جَهِلْتُمْ، فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

**অনুবাদ:** *ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.) আবদুল্লাহ বিন আমর বিন 'আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুর রাজ্জাক থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন-* আবদুল্লাহ বিন আমর বিন 'আস (রা.) বলেন, রসূল (স.) একবার কিছু লোককে কোনো একটি বিষয়ে মতবিরোধ করতে দেখলেন। তখন রসূল (স.) বললেন-এই মতবিরোধের কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। তারা আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি অংশ দ্বারা আরেকটি অংশকে বাতিল করেছিলো। অথচ **আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি অংশ অপর অংশের পরিপূরক।** সুতরাং তোমরা কিতাবের একটি অংশকে আরেকটি অংশ দ্বারা বাতিল করো না। আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে তোমাদের যা বুঝে আসে তা তোমরা বলো আর আল্লাহ্‌র কিতাবের যা তোমাদের বুঝে আসে না সে সম্পর্কে যিনি বুঝেন তার (মনীষী/বিশেষজ্ঞ) ওপর সেটি ছেড়ে দাও।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ

- মুসনাদে আহমাদ, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.), مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (মুসনাদে আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আস), পঞ্চম খণ্ড, হাদীস নং ৬৭৪১, পৃ. ১৭০।

**ব্যাখ্যা:** হাদীসখানিতে রাসূল (সা.) কুরআনের একটি অংশকে আরেকটি অংশ দ্বারা বাতিল (রহিত) করতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন। তাই, এ হাদীস পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছে- কুরআনে শিক্ষা রহিত হওয়া কোনো আয়াত নেই।

**হাদীস-২**

وَعَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله (ص) يَقُوْلُ اَلاَ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ . قُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَارَسُوْلَ الله . قَالَ كِتَابُ اللهِ فِيْهِ نَبَأُ مَاكَانَ قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَابَعْدَكُمْ وَ حُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ . هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ . مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَارٍ قَصَمَهُ اللهُ . وَمَنْ اِبْتَغَى الْهُدٰى مِنْ غَيْرِهٖ اَضَلَّهُ اللهُ . وَهُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِيْنُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيْمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ . هُوَ الَّذِىْ لاَ تَزِغُّ بِهِ الْاَهْوَاءُ وَلاَ تَلْتَبِسُ بِهِ الْاَلْسِنَةُ . وَلاَ تَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ . وَلاَ يَخْلَقُ عَلٰى كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلاَ تَنْقَضِىْ عَجَائِبُهُ . هُوَ الَّذِىْ لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ اِذْ سَمِعَتْهُ حَتّٰى قَالُوْا اِنَّ سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ . فَاٰمَنَّا بِه . مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ اُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِه عَدَلَ وَمَنْ دَعَا اِلَيْهِ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

**অনুবাদ:** আলী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি- সাবধান থেকো, অচিরেই মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে পড়বে। জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, তা হতে বাঁচার উপায় কি? তিনি বললেন আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ কালের খবর বিদ্যমান। তাতে রয়েছে তোমাদের জন্য উপদেশাবলী ও আদেশ-নিষেধ। কুরআন সত্য ও অসত্যের মধ্যে ফয়সালাকারী এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। আর যে কুরআনের হিদায়াত ভিন্ন অন্য হিদায়াত সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। তা আল্লাহর দৃঢ় রশি, যিকরুল হাকিম এবং সরল সঠিক পথ। কুরআন দ্বারা অন্তর কলুষিত হয়না, মানুষ সন্দেহে পড়েনা। তা থেকে আলেমগণের অন্বেষণ শেষ হয়না। বারবার পাঠ করলেও তা পুরানো হয়না। তার অভিনবত্বের শেষ হয়না। যখনই জীন জাতি তা শুনল সাথে সাথে বললো- নিশ্চয়ই আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সঠিক পথের দিকে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান

আনলাম। যে কুরআন মোতাবেক কথা বললো সে সত্য বললো, **যে তাতে আমল করলো সে সওয়াব পেল, যে তা মোতাবেক হুকুম করলো সে ন্যায়বিচার করলো, যে কুরআনের দিকে মানুষকে ডাকবে সে সত্য পথ পাবে।**

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: আস-সুনান তিরমিযি, হাদীস নং ২৯০৬)

**ব্যাখ্যা:** হাদীসখানির শেষ অংশের বক্তব্য হলো-'যে তাতে আমল করলো সে সওয়াব পেল, যে তা (কুরআন) মোতাবেক হুকুম করলো সে ন্যায়বিচার করলো, যে কুরআনের দিকে মানুষকে ডাকবে সে সত্য পথ পাবে'।

রাসূল (সা.) এর এ কথার অর্থ যা হবে না- কুরআনের রহিত হওয়া কিছু আয়াত বাদে অন্য আয়াত অনুযায়ী যে ব্যক্তি আমল করলো সে সওয়াব পেল, যে হুকুম করলো সে ন্যায়বিচার করলো এবং যে মানুষকে ডাকলো সে সত্য পথ পেলো।

তাই, এ হাদীসখানির দৃষ্টিকোণ থেকেও বলা যায় যে- কুরআনে উপস্থিত থাকা কোনো আয়াতের শিক্ষা বা হুকুম রহিত হয়নি। অর্থাৎ কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে।

## ৮. 'আরবী ভাষা ও গ্রামারের জ্ঞান' বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে- কুরআন আরবীতে লেখা। তাই, কুরআনের অনুবাদ করতে হলে অবশ্যই আরবী ভাষা ও গ্রামারের ভালো জ্ঞান থাকতে হবে। কিন্তু কুরআনের ব্যাখ্যা (তাফসীর) করা বা লেখার ব্যাপারে বিষয়টি মোটেই তেমন নয়। যদিও প্রচলিত কথা হলো- কুরআনের ব্যাখ্যা (তাফসীর) করা বা লেখার জন্য, কুরআনের অনুবাদ করার তুলনায়, আরবী ভাষা ও গ্রামারের আরো গভীর জ্ঞান থাকতে হবে।

কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা করার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামারের জ্ঞানের (৮নং মূলনীতির) সাথে উপরে বর্ণিত অন্য ৭টি মূলনীতির (পৃষ্ঠা নং ৫২) সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থান হলো-

### অবস্থান-১

আরবী ভাষা ও গ্রামারের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআন সরাসরি অধ্যয়ন করে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়।

### অবস্থান-২

আরবী ভাষা ও গ্রামারের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের যথাযথ জ্ঞান অর্জন বা অর্থ ও ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হবেন যদি তিনি উপরে বর্ণিত ৭টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

**অবস্থান-৩**

আরবী ভাষা ও গ্রামারের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন যদি তিনি উপরে বর্ণিত ৭টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

এ অবস্থানের বর্তমান সময়ের একটি সত্য উদাহরণ হলো- প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীর। ঢাকা ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তিনি আমার সহকর্মী। তিনি চর্ম বিভাগের প্রফেসর। IERF (Integrated Education and Research Foundation) মু'জামুল কুরআন নামের ভালো একটি অনুবাদ গ্রন্থ বের করেছে। অনুবাদখানির প্রাথমিক প্রকাশ ও প্রথম সংস্করণ বের হয়েছে যথাক্রমে আগস্ট ২০১০ ও অক্টোবর ২০১২ সালে। অনুবাদখানিতে যারা ভূমিকা রেখেছেন তাদের মধ্যে বিভিন্ন পেশার লোকসহ আরবী ভাষা ও গ্রামারের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান রাখেন এমন ব্যক্তিগণ ছিলেন। অনুবাদে ভূমিকা রাখা ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হলেন প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীর। অনুবাদখানি প্রনয়ণে ভূমিকা রাখার সময়কালে প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীর কুরআন পড়তে পারতেন না। অনুবাদটি প্রনয়ণে অংশগ্রহণ করার আগে কুরআনের একটি বাংলা অনুবাদ তার ২০-২৫ বার খতম দেয়া ছিল। অনুবাদখানির প্রাথমিক প্রকাশ ও প্রথম সংস্করণে, অবদান রাখার ভিত্তিতে প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীরের নাম সম্পাদনা পরিষদের তালিকায় ২য় অবস্থানে রাখা হয়েছে। অনুবাদে অংশগ্রহণকারীরা আমাকে বলেছেন অনুবাদে ভূমিকা রাখার কারণে প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীরের নামটি ১ম অবস্থানে রাখার প্রস্তাব উঠেছিল কিন্তু কুরআন পড়তে পারেন না বলে তার নামটি ২য় অবস্থানে রাখা হয়।

প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীর যেভাবে অনুবাদখানি প্রনয়ণে ভূমিকা রেখেছিলেন তা হলো- সম্পাদনা পরিষদ যখন একটি আয়াতের অর্থ লিখেন তখন তিনি বলেন আয়াতখানির এ অর্থ সঠিক নয়। তবে অর্থটি এটি হতে পারে। কারণ, আপনাদের কৃত অর্থ অমুক সূরার অমুখ আয়াতের বিপরীত। সম্পাদনা পরিষদ তখন পর্যালোচনা করে দেখতে পায় প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীরের কথা সঠিক।

আরবী ভাষা ও গ্রামারের বিশেষজ্ঞদের পেছনে ফেলে কুরআনের একটি ভালো অনুবাদ গ্রন্থে অবদান রাখার ভিত্তিতে ২য় অবস্থান (আসলে ১ম অবস্থান) পাওয়া প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীরের আরবী ভাষা ও গ্রামারের কোনো জ্ঞান ছিলনা। কিন্ত তার কুরআনের জ্ঞান অর্জনের প্রকৃত নীতিমালার ১নং বিষয়টি (কুরআনে কোনো পরস্পর বিরোধী বক্তব্য বা তথ্য নেই) জানা ছিল। তাই তিনি একটি ভালো অনুবাদ গ্রন্থ রচনায় অসাধারণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

**অবস্থান-৪**

আরবী ভাষা ও গ্রামারের কিছু জ্ঞান থাকা ব্যক্তি অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি উপরে বর্ণিত ৭টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

এ অবস্থানের বর্তমান সময়ের একটি সত্য উদাহরণ হলো প্রফেসর ডা. মোঃ মতিয়ার রহমান। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন- **'আল কুরআন যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ'** নামে একটি অনুবাদ প্রকাশ করেছে। (প্রথম প্রকাশ ২০১৪ সালের রামাদান মাসে)। আমাদের জানা মতে যুগের জ্ঞানের আলোকে কুরআনের অনুবাদ পৃথিবীতে এটিই প্রথম। অনুবাদখানিতে এমন অনেক তথ্য আছে যা অন্য অনুবাদে নেই। কিন্তু তা সঠিক বা বাস্তবসম্মত। যুগের জ্ঞানের আলোকে রচিত পৃথিবীর প্রথম কুরআনের অনুবাদখানা রচনা ও সম্পাদনায় সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছেন প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান। কিন্তু অনুবাদখানি রচনা ও সম্পাদনার সময় তার আরবী ভাষা ও গ্রামারের জ্ঞান তেমন ছিলনা বললেই চলে। প্রধানত অন্য অনুবাদ পড়ে তিনি কুরআনের অর্থ জেনেছেন। কিন্তু কুরআনের জ্ঞান অর্জনের প্রকৃত নীতিমালা তার ভালোভাবে জানা ছিল। তাই, তিনি কুরআনের একটি অত্যন্ত ভালো ও ব্যতিক্রমধর্মী অনুবাদ রচনায় ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

**অবস্থান-৫**

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে, বুঝাতে, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার উপরে বর্ণিত ৭টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও গ্রামারেরও ভালো জ্ঞান আছে।

### ৯. 'যে ভাষায় অনুবাদ লেখা হবে সে ভাষা সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকা' বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

বিষয়টি নিয়ে কুরআনের অনুবাদ লেখার মূলনীতি বিভাগে (পৃষ্ঠা নং ৩২) আলোচনা করা হয়েছে।

### ১০. 'ইসলামকে সমাজে প্রতিষ্ঠার কাজে জড়িত থাকা' বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

এ বিষয়টি নিয়েও কুরআনের অনুবাদ লেখার মূলনীতি বিভাগে (পৃষ্ঠা নং ৩৩) আলোচনা করা হয়েছে। তবে কুরআনের ব্যাখ্যা করতে যাওয়া ব্যক্তির জন্য বিষয়টি আরো কঠোরভাবে প্রযোজ্য হবে।

### ১১. 'কুরআনে উল্লেখ থাকা মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি সম্পাদনা পরিষদ থাকা' বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

এ বিষয়টি নিয়েও কুরআনের অনুবাদ লেখার মূলনীতি বিভাগে (পৃষ্ঠা নং ৩৫) আলোচনা করা হয়েছে।

### ১২. 'কয়েক বছর পরপর সংস্করণ বের হওয়া' বিষয়টি কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হওয়ার প্রমাণ

এ বিষয়টি নিয়েও কুরআনের অনুবাদ লেখার মূলনীতি বিভাগে (পৃষ্ঠা নং ৩৭) আলোচনা করা হয়েছে।

## আল কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার সহায়ক বিষয়সমূহ ও তার পর্যালোচনা

### সহায়ক বিষয়সমূহ

১. শানে নুযুলের জ্ঞান
২. 'আল্লাহ সবচেয়ে বড় ন্যায় বিচারক' তথ্যটি মনে রাখা
৩. 'আল্লাহ মানুষের সবচেয়ে বড় কল্যাণকামী সত্তা' তথ্যটি মনে রাখা
৪. যে বিষয় কুরআনে নেই সেটি ইসলামের কোনো মূল (১ম স্তরের মৌলিক বিষয়) বিষয় নয়।

### সহায়ক বিষয়সমূহের পর্যালোচনা

### ১. 'শানে নুযুলের জ্ঞান' আল কুরআন সঠিক ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার সহায়ক বিষয় হওয়ার পর্যালোচনা

বিষয়টি নিয়ে আল কুরআনে সঠিক অনুবাদ করার সহায়ক বিষয় বিভাগে (পৃষ্ঠা নং ৪৬) আলোচনা করা হয়েছে।

### ২. 'আল্লাহ সবচেয়ে বড় ন্যায় বিচারক' কথাটি আল কুরআনে সঠিক ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার সহায়ক বিষয় হওয়ার পর্যালোচনা

এ বিষয়টি নিয়েও আল কুরআনে সঠিক অনুবাদ করার সহায়ক বিষয় বিভাগে (পৃষ্ঠা নং ৪৭) আলোচনা করা হয়েছে।

### ৩. 'আল্লাহ মানুষের সবচেয়ে বড় কল্যাণকামী সত্তা' কথাটি আল কুরআনে সঠিক ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার সহায়ক বিষয় হওয়ার পর্যালোচনা

এ বিষয়টি নিয়েও আল কুরআনে সঠিক অনুবাদ করার সহায়ক বিষয় বিভাগে (পৃষ্ঠা নং ৪৯) আলোচনা করা হয়েছে।

### ৪. 'যে বিষয় কুরআনে নেই সেটি ইসলামের কোনো মূল (১ম স্তরের মৌলিক বিষয়) বিষয় নয়' কথাটি আল কুরআনে সঠিক ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার সহায়ক বিষয় হওয়ার পর্যালোচনা

'যে বিষয় কুরআনে নেই সেটি ইসলামের কোনো মূল (১ম স্তরের মৌলিক বিষয়) বিষয় নয়' কথাটি যেভাবে জানা যায়-

**Common sense**

যেকোনো বিষয়ের মূল গ্রন্থে (টেক্সট বুক) ঐ বিষয়ের সকল মূল বিষয় অবশ্যই উল্লেখ থাকে। কুরআন হলো ইসলামের একমাত্র নির্ভুল ও মূল গ্রন্থ। তাই, Common sense অনুযায়ী কুরআনে অবশ্যই ইসলামের সকল মূল বিষয় উল্লেখ থাকবে।

**আর কুরআন**

**তথ্য-১**

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ.

**অনুবাদ:** আর আমরা তোমার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি (তাতে রয়েছে) সকল বিষয়ের স্পষ্ট বিবরণ।

(নাহল/১৬ : ৮৯)

**তথ্য-২**

مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ

**অনুবাদ:** আমরা কিতাবে (কুরআনে) কোনো কিছু (উল্লেখ করতে) বাদ রাখিনি।

(আন'আম/৬ : ৩৮)

**সম্মিলিত ব্যাখ্যা:** ইসলামের বিষয়গুলো প্রথম স্তরের মৌলিক, দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক ও অমৌলিক এই তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম স্তরের মৌলিক হচ্ছে সে বিষয়গুলো যার একটিও বাদ গেলে একজন মুসলমানের পুরো জীবন সরাসরি ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক হচ্ছে প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়। এর একটি বাদ গেলে এর সাথে সম্পর্কিত প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়টি ব্যর্থ হয়। তাই জীবন পুরো ব্যর্থ হয়। আর অমৌলিক বিষয় হচ্ছে সেগুলো যার সবগুলো কোনো কারণে বাদ গেলেও জীবন ব্যর্থ হয়না। তবে তাতে কিছু অসম্পূর্ণতা থাকে।

আয়াত দু'খানিতে হা এবং না বোধক বক্তব্যের মাধ্যমে যে কথা বলা হয়েছে তার সরল শিক্ষা হলো- কুরআনে ইসলামের বড়-ছোট সকল বিষয় লেখা আছে। বাস্তবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়- কুরআনে ইসলামের দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয়ের সবগুলো নেই। আর ইসলামের অমৌলিক বিষয় কুরআনে ২/১ টি মাত্র আছে। তাই, এ আয়াত দু'খানির প্রকৃত শিক্ষা হলো কুরআনে ইসলামের সকল প্রথম স্তরের মৌলিক (মূল) বিষয় উল্লিখিত আছে। অন্য কথায় যে বিষয়টি কুরআনে নেই সেটি ইসলামের অমৌলিক বা দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয়।

**এ সহায়ক বিষয়টি মনে রাখার গুরুত্ব**

এ সহায়ক বিষয়টি মনে থাকলে কুরআনের তাফসীর করার সময় কোন বিষয়গুলো বেশি এবং কোন বিষয়গুলো কম গুরুত্ব পাবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া তাফসীর কারকের জন্য সহজ হবে।

# শেষ কথা

**সুধী পাঠক,** পুস্তিকায় উল্লিখিত তথ্যগুলো জানার পর কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করার প্রকৃত নীতিমালার বিষয়ে আশাকরি সকলে একটি পরিস্কার ধারণা হবে। আপনার যদি এ বিষয়ে অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা থাকে দয়া করে আমাদেরকে জানাবেন। সঠিক হলে পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ। আলোচ্য বিষয়টি বুঝে নিয়ে, লেখক ও বক্তা অনুবাদ ও তাফসীরকারকগণ যদি যথাযথভাবে কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লিখতে বা বলতে আরম্ভ করেন তবে সাধারণ মানুষের কুরআনের বুঝ পরিস্কার হবে এবং মানুষ মনের প্রশান্তি নিয়ে কুরআনের উপর আমল করতে পারবে। আর মাদ্রাসার কুরআনের শিক্ষকগণ যদি উদাহরণের মাধ্যমে কুরআন ব্যাখ্যার পদ্ধতি অনুসরণ করেন তবে কুরআনের ক্লাসের ছাত্রের সংখ্যা অবশ্যই হাদীসের ক্লাসের চেয়ে বেশী হবে এবং কোনো ছাত্র তাফরীরের ক্লাস থেকে পালাবে না।

ভুল-ভ্রান্তি গঠনমূলকভাবে ধরিয়ে দেয়া আপনার এবং সঠিক হলে শুধরিয়ে নেয়া আমার ঈমানী দায়িত্ব। আপনাদের সকলের নিকট দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

**সমাপ্ত**

লেখকের বইসমূহঃ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. রাসূল মুহাম্মদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বুঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেনো আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. আ'মল কবুলের শর্তসমূহ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেনো?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক অবস্থান জানার সহজ ও সঠিক উপায়
৯. ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেনো?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের নীতিমালা (চলমানচিত্র)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেনো?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াত দ্বারা কবীরাহ গুনাহ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?

২০. কবীরাহ গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)
২৬. কুরআনের অর্থ (তরজমা) ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড় গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল শিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কী?
৩৪. কুরআনের সরল অর্থ জানা ও সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামার, অনুবাদ, উদাহরণ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষের শেষ ভাষণ (বিদায় হজ্বের ভাষণ) যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (আরবী ও বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)
৩. মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া মৌলিক শতবার্তা
*(পকেট কনিকা, যাতে আছে উপরোল্লিখিত ৩৫টি বইয়ের মূল শিক্ষাসমূহ)*
৪. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান
*(যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)*
৫. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৬. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড

প্রাপ্তিস্থানঃ

❑ কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১,শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
ফোন: ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭

❑ দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল
৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
ফোন: ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫

**এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরীগুলোতে পাওয়া যায়-**

## ঢাকা

- ❑ **প্রফেসর'স বুক কর্ণার,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, মোবা: ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- ❑ **প্রফেসর'স পাবলিকেশন'স**, বাংলাবাজার, ঢাকা মোবাইল: ০১৭১১১৮৫৮৬
- ❑ **আহসান পাবলিকেশন্স**, কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা, মোবাইল: ০১৬৭৪৯১৬৬২৮
- ❑ **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, মোবা: ০১৭২৮১১২২০০
- ❑ **কাটাবন বুক কর্ণার,** কাটাবন মোড়, শাহাবাগ, মোবা: ০১৯১৮৮০০৮৪৯
- ❑ **আইডিয়াল বুক সার্ভিস**, সেনপাড়া (পর্বতা টওয়ারের পাশে), মিরপুর-১০, ঢাকা, মোবা: ০১৭১১২৬২৫৯৬
- ❑ **Good World লাইব্রেরী,** ৪০৭/এ খিলগাও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯ মোবাইল: ০১৮৭৩১৫৯২০৪
- ❑ **বিচিত্রা বুকস এ্যান্ড ষ্টেশনারি**, ৮৭, বিএনএস সেন্টার (নিচ তলা), সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা, মোবা: ০১৮১৩৩১৫৯০৫, ০১৮১৯১৪১৭৯৮
- ❑ **সালেহীন প্রকাশনী** ১৪-এ/৫, শহীদ সলিমুল্লাহ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, মোবা: ০১৭২৪৭৬৬৬৩৫
- ❑ **সানজানা লাইব্রেরী** ১৫/৪, ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা মোবা: ০১৮২৯৯৯৩৫১২
- ❑ **আল ফারুক লাইব্রেরী,** হযরত আলী মার্কেট, টঙ্গী বাজার, টঙ্গী, মোবা: ০১৭২৩২৩৩৩৪৩
- ❑ **মিল্লাত লাইব্রেরী,** তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা গেইট, গাজীপুর মোবাইল: ০১৬২৫৯৪১৭১২, ০১৮৩০৪৮৭২৭৬
- ❑ **বায়োজিদ অপটিক্যাল এন্ড লাইব্রেরী**, ডি.আই.টি মসজিদ মার্কেট, নারায়নগঞ্জ মোবা: ০১৯১৫০১৯০৫৬
- ❑ **মমিন লাইব্রেরী**, ব্যাংক কোলনী, সাভার, ঢাকা, মোবাইল: ০১৯৮১৪৬৮০৫৩
- ❑ **বিশ্বাস লাইব্রেরী,** ৮/৯ বনশ্রী (মসজিদ মার্কেট) আইডিয়াল স্কুলের পাশে
- ❑ **এমদাদিয়া লাইব্রেরী**, বাইতুল মোকাররম দক্ষিন গেইট, গুলিস্থান, ঢাকা মোবাইল:০১৭৮৭৭২০৮০৯
- ❑ **ইনসাফ লাইব্রেরী এ্যান্ড জেনারেল ষ্টোর**, আইডিয়াল স্কুল লেন, যাত্রাবাড়ী মোবাইল:০১৬৭৩৪৯৪৯১৯
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** ষ্টেশন রোড, নরসিংদী, মোবাইল:০১৯১৩১৮৮৯০২

## চট্টগ্রাম

- ❑ **আজাদ বুকস্,** ১৯ শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা: ০১৮১৭৭০৮৩০২, ০১৮২২২৩৪৮৩৩
- ❑ **ফয়েজ বুকস্,** শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, মোবা: ০১৮১৪৪৬৬৭৭২, ০১৮৬৪৪৬৯১৭৭
- ❑ **আদর্শ লাইবেরী এডুকেশন মিডিয়া**, মিজান রোড, ফেনী, মোবাইল: ০১৮১৯৬০৭১৭০
- ❑ **ফয়জিয়া লাইব্রেরী**, সেকান্দর ম্যানশন, মোঘলটুলি, কুমিল্লা, মোবাইল: ০১৭১৫৯৮৮৯০৯

- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** ইসলামিয়া মার্কেট, লাকসাম, কুমিল্লা, মোবাইল: ০১৭২০৫৭৯৩৭৪
- ❑ **ভাই ভাই লাইব্রেরী এন্ড ষ্টেশনারী**, ষ্টেশন রোড, চৌমুহনী, নোয়াখালী, মোবাইল: ০১৮১৮১৭৭৩১৮
- ❑ **আল বারাকা লাইব্রেরী**, চকবাজার,লক্ষ্মীপুর, মোবাইল: ০১৭১৫৪১৫৮৯৪
- ❑ **তাজমহল লাইব্রেরী**, জে.এম সেনগুপ্ত রোড, (কালিবাড়ী মোড়ের পূর্ব পার্শ্বে), চাঁদপুর মোবাইল: ০১৭১৫৮৯৬৮২২, ০১৯৭৯৮৩৪৭০৮
- ❑ **মোহাম্মদীয় লাইব্রেরী**, জে.এম সেনগুপ্ত রোড, (বিদ্যুৎ অফিসের পার্শ্বে), চাঁদপুর মোবাইল: ০১৮১৩৫১১১৯৪

## খুলনা

- ❑ **ছালেহিয়া লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা, মোবাইল: ০১৭১১-২১৭২৮৮
- ❑ **তাজ লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা, মোবাইল: ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩
- ❑ **হেলাল বুক ডিপো**, ভৈরব চত্তর, দড়াটানা, যশোর, মোবাইল: ০১৭১১-৩২৪৭৮২
- ❑ **এটসেটেরা বুক ব্যাংক,** মাওলানা ভাষানী সড়ক, ঝিনাইদহ, মোবা: ০১৯১৬-৪৯৮৪৯৯
- ❑ **আরাফাত লাইব্রেরী**, মিশন স্কুলের সামনে, কুষ্টিয়া, মোবাইল: ০১৭১২-০৬৩২১৮
- ❑ **আশরাফিয়া লাইব্রেরী**, এম. আর. রোড, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় গেট, মাগুরা। মোবাইল: ০১৯১১৬০৫২১৪

## সিলেট

- ❑ **বুক হিল,** রাজা ম্যানশন, নিচতলা, জিন্দা বাজার, ঢাকা, মোবাইল: ০১৯৩৭৭০০৩১৭
- ❑ আল আমিন লাইব্রেরী, ২/৩ কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট মোবা: ০১৭১০৮৯০১৮২।
- ❑ বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী, ৪৬,৪৭ রাজা ম্যানশন, জিন্দাবাজার, সিলেট মোবা: ০১৩০৫৮১৩১১৬।
- ❑ **সুলতানিয়া লাইব্রেরী**, টাউন হল রোড, হবিগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭৮০৮৩১২০৯
- ❑ **পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড ষ্টেশনারী,** ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭২৫৭২৭০৭৮।
- ❑ রহমানিয়া লাইবেরী, নতুন পৌরসভা রোড, হবিগঞ্জ, মোবা. ০১৭১৬৩২২৯৭৬।
- ❑ **কুদরতিয়া লাইব্রেরী**, সিলেট রোড, সিরাজ শপিং সেন্টার, মৌলভীবাজার, মোবা: ০১৭১৬৭৪৯৮০০।
- ❑ বইঘর, প্রেস ক্লাব মোড়, মৌলভীবাজার, মোবা. ০১৭১৩৮৬৪২০৮।

## রাজশাহী

- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, মোবা: ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫-০৯৪০৭৭
- ❑ **আদর্শ লাইব্রেরী**, বড় মসজিদ লেন, বগুড়া, মোবা: ০১৭১৮-৪০৮২৬৯
- ❑ **আল হামরা লাইব্রেরী**, বড় মসজিদ লেন, বগুড়া, মোবা: ০১৭১২৮৩৩৫৭৩
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর, মোবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭
- ❑ **আল বারাকাহ লাইব্রেরী,** বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ, মোবাইল:০১৭৯৩-২০৩৬৫২
- ❑ **মিতা প্রকাশনী,** শাহী মসজিদের পার্শ্বে, ষ্টেশন রোড, রংপুর, মোবাইল:০১৭১৬৩০৪৯৬০